NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সাহিত্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে বেঁচে আছেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শেষ পর্যন্ত রোহিত শর্মাকে ছাড়াই সিডনি টেস্টে খেলতে নামছে ভারত ৭

কলকাতা ৩ জানুয়ারি ২০২৫ ১৮ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.01.2025, Vol.18, Issue No. 203 8 Pages, Price 3.00

সন্তোষজয়ী ফুটবলারদের সরকারি চাকরির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৮ বছরের খরা কাটিয়ে সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলার ফুটবলাররা। এবার নতুন বছরের শুরুতেই সন্তোষ জয়ী দলকে সম্মান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তাদেরকে দিলেন বড় উপহার। এদিন দলের প্রত্যেক ফুটবলারকে সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্তোষজয়ী ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান। নবান্ন সভাঘরে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। দলের প্রত্যেক সদস্যের হাতে তুলে দেন বিশেষ উপহার। সঙ্গে ঘোষণা করেন, চ্যাম্পিয়ন দলের প্রত্যেক সদস্যকে সরকারি চাকরি দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশেষ আর্থিক প্যাকেজও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ট্রফি জয়ী দলের পাশাপাশি কোচ সঞ্জয় সেনকেও সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'কোচ সঞ্জয়বাবুর নেতৃত্বে বাংলার যে ফুটবল দল ভারতসেরা হয়েছে, তা নিয়ে আমরা সকলেই গর্বিত। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার ফুটবলাররা যেভাবে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আগামীদিনে আরও ভাল প্রশিক্ষণ পেলে এরা আরও উন্নতি করতে পারবে।'

প্রসঙ্গত, গত ৩১ ডিসেম্বর সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল ম্যাচটি হায়দরাবাদের গাচ্ছিবাওলি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল। ফাইনাল ম্যাচে কেরালাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় বাংলা। আর সেইসঙ্গে দীর্ঘ ৭ বছর পর সন্তোষ ট্রফির খেতাব জয় করে তারা। প্রসঙ্গত, ফাইনাল ম্যাচে ৯০ প্লাস ৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন বাংলার রবি হাঁসদা।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বললেন, 'বাংলার এই ফুটবলারদের যদি আরও ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া যায়, আরও ভাল খাবার-দাবার দেওয়া যায়, তাহলে ওরা একদিন বিশ্বকাপ খেলারও যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

তাঁর কথায়, 'বাংলার এই ফুটবলাররা অধিকাংশই গ্রামের ছেলে। এদের মধ্যে যথেষ্ট এনার্জি রয়েছে, শৃঙ্খলাবোধ রয়েছে। পরিবারে আর্থিক টান থাকলেও বাকি কোনও পিছুটান নেই। আর তাই আমি বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে এই ফুটবলারদের একটা করে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দেব। এরা খেলাধুলোতেই মনোনিবেশ করবে। সময় পেলে তবেই চাকরি করবে।' সন্তোষ ট্রফি জয়ের জন্য বাংলার ফুটবল দলকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। এরপর বাংলার ফুটবলার এবং কোচ সঞ্জয় সেনকে নিয়ে তিনি ছবিও তুললেন।

আলুর কালোবাজারি নিয়ে ক্ষোভ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বাজারে কেজি প্রতি আলুর দাম ৪০ টাকা ছুঁয়েছিল। এরপরই আলুর কালোবাজারি নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। বাজারে নজরদারির জন্য টাস্ক ফোর্সকেও নির্দেশও দেন প্রশাসনিক প্রধান। তারপরেও আলু বাইরে যাচ্ছে। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজ্যস্তরের প্রশাসনিক বৈঠকে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'ক্রিকেটে যেমন বেটিং চলে, তেমন আলুতেও একটা সিস্টেম আছে। এটাকে হোর্ডিং মার্কেট বলে। এরা মূলত কলকাতার দিকে যে আলুগুলে আসে সেই মার্কেটে এই কালোবাজারি করে।

সীমান্ত রক্ষায় বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবেশী দেশের অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে রাজ্যে বেআইনি অনুপ্রবেশ বাড়ছে। আর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যাদের, তাঁরাই নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে। বিএসএফের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই বড় অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, সীমান্তরক্ষী বাহিনী উত্তরবঙ্গের সিতাই, ইসলামপুর , চোপড়া দিয়ে এরাজ্যে লোক ঢোকাচ্ছে। মহিলাদের উপর অত্যাচারও করছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকারও তিনি সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লু প্রিন্ট না থাকলে এটা হত না।'

মালদহে এদিন এক কাউন্সিলরের মৃত্যুর জন্য জেলার এসপিকে দুষে মমতা বলেন, 'এসপির অপদার্থতার জন্য ওর মৃত্যু হল। ওর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল।' এসিপ-র উদ্দেশে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, 'বর্ডার আর কালিয়াচক নিয়ে ব্যস্ত থাকলে উন্নয়ন হবে না। বিএসএফের সঙ্গে আপনি অ্যাডজাস্ট করে অনুপ্রেবেশ করাবেন। এ জিনিস আমি বরদাস্ত করব না। এসপির একটা চোখ থাকবে কাজে, আর একটা চোখ অন্যদিকে, এ জিনিস চলবে না।' ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এসপির উদ্দেশে এও বলেন, 'বিএসএফকে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছো, দিল্লি পুলিশকে বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছো, আর রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠাচ্ছো, এ জিনিস আমি হতে দেব না। এরকম করলে এসপি হওয়া যায় না, পুলিশকে গট গট করে হাঁটতে হবে, বন্দুক চালালে নয়।' সীমান্তবর্তী জেলার কোন কোন এলাকার পুলিশ বিএসএফকে মদত দিচ্ছে এ বিষয়ে ডিজি রাজীব কুমারের কাছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্টও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বিএসএফের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'কেন্দ্রের মদতেই রাজ্যকে ডিস্টার্ব করতে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। রিপোর্ট তৈরি করে দিন। আমি কেন্দ্রর কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাব।'

ব্রাত্যকে ভর্ৎসনা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে সেমেস্টার ভিত্তিক মূল্যায়ন চালু হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট ভাষায় একথা জানিয়েছেন। তাঁকে না জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক বৈঠকে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। যে কারণে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ভর্ৎসনা করেন। সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হওয়া নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, নতুন কোনো নীতি চালু করতে হলে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে। সরকার শিশুদের পড়াশোনার ভার লাঘবের পক্ষপাতী। কয়েকদিন আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েছেন, ২০২৫ শিক্ষ থেকেই প্রাইমারিতে সেমেস্টার চালু হবে। সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখেই সেমেস্টার সিস্টেম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্লাস ওয়ান থেকেই সেমেস্টার সিস্টেম চালু হয়ে যাবে। প্রতি ক্লাসে বছরে ২টি পরীক্ষা হবে। জুন মাসে প্রথম পরীক্ষা হবে। এরপর জুলাই থেকে নতুন সেমেস্টার। ডিসেম্বরে আবার পরীক্ষা। এরপর আবার জুন পর্যন্ত আরও এক সেমেস্টার। এদিন ওই নীতি খারিজ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আমি চাই বাচ্চাগুলোর ভার কমাতে, কাঁধের বোঝা কমাতে। আমরা যদি ওদের ভার বাড়িয়ে দিই, এমনিতেই পড়াশোনার ভার খুব বেশি এখন। ওইটুকু বাচ্চারা কথা বলতেই পারে না। টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটিল স্টার বলতে পারে না। তাদের নাকি সেমেস্টার করবে। একটা ওয়ানের বাচ্চা কি সেমেস্টার দেবে? কলেজে যেটা চলে স্কুলে সেটা চলে না। স্কুল যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে। প্রেসকেও বলব এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে খবর করার।

তৃণমূল কাউন্সিলরকে মাথায় গুলি করে খুন

মালদায় খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার দু'জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রীতিমতো হিন্দি সিনেমার কায়দায় মালদার জনপ্রিয় তৃণমূল নেতাকে শুটআউট। বাড়ির সামনে দোকানের ধাওয়া করে পরপর মাথায় তিনটে গুলি করে খুন করা হয় মালদার তৃণমূল নেতা তথা ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলা সরকারকে (৬২)। বর্তমানে বাবলাবাবু তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি পদেও ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ এমন ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে তার অনুগামীরা পরে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। এরপরই শহরের একটা অংশে কার্যত বন্ধের চেহারা নেই। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান জেলা তৃণমূলের নেতাকর্মী থেকে সমর্থকেরা।

তৃণমূলের মালদহ জেলা সহ-সভাপতি তথা কাউন্সিলর দুলালচন্দ্র সরকার ওরফে বাবলাকে খুনের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে এক জন বিহারের বাসিন্দা এবং অন্য জন মালদহের ইংরেজবাজারের বাসিন্দা বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গ্রেপ্তারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মালদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন।

বৃহস্পতিবার দুলালের খুনের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মালদহে পৌঁছেছেন ফিরহাদ। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশের থেকে তিনি গ্রেপ্তারির খবর পেয়েছেন। ধৃতদের পুলিশ জেরা করছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার শহরের ঝলঝলিয়ার কাছে নিজের প্লাইউড কারখানার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন দুলাল। তিনি ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। বাইকে চেপে এসে তিন জন দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। একটি গুলি দুলালের মাথার কাছে লাগে। সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

দুলালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং জনপ্রিয় নেতা বাবলা সরকার আজ খুন হয়েছেন।' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'তৃণমূলের গোড়ার দিন থেকে উনি (বাবলা) এবং তাঁর স্ত্রী চৈতালি সরকার দলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বাবলা কাউন্সিলর হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছেন। এই ঘটনার কথা জেনে আমি দুঃখিত এবং হতবাক। অপরাধীদের দ্রুততার সঙ্গে ধরা উচিত।' এই নিয়ে নবান্নে পুলিশের দিকেও আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি জমি জবরদখল রুখতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি জমি জবরদখল রুখতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে যাতে কোনো খাস জমি দখল না হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক বৈঠকে জমি দখল ইস্যু নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। জমি জবর দখল রুখতে স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করার কথাও তিনি ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাম আমলে বেআইনিভাবে জমি জবর দখল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাদের তুলতে গেলে তারা কোর্টে চলে যাচ্ছে। কোর্ট স্থগিতাদেশ দিচ্ছে। ফলে জবরদখল উদ্ধারের কাজ আটকে যাচ্ছে।

রাজ্যের প্রশাসনিক বলেন, নতুন করে যেন জমি জবরদখল না হয়। যেগুলো দখল হয়েছে, তার তালিকা তৈরি করে ব্যক্তি মালিকানা বাদে যেগুলি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি থেকে ১০০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। আর যাঁরা জমি জবরদখল করে সেখানে বিল্ডিং গড়ে অন্যকে বিক্রি করে পালিয়ে গিয়েছে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন ধরে আনতে হবে। প্রয়োজনে ইডি, সিবিআইয়ের মতো সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে। দ্রুত তালিকা তৈরি করে জুন মাসের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশও দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এ প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, 'ডিএম, এসপি থেকে থানার আইসি, ওসি সকলে সতর্ক থাকুন। বেআইনি জবরদখলের ক্ষেত্রে কোনও বরদাস্ত নয়। এমনকি কোনও নেতাও যদি জবরদখলকারীর হয়ে বলতে আসে, তাহলে তার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করুন।'

মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, 'কোনও সরকারি আধিকারিক যদি ভেবে থাকেন যে যা খুশি করে তিনি রিটায়ার হয়ে যাবেন, তা হবে না। বেনিয়ম প্রমাণিত হলে অবসরের পরও আমরা তাকে ছাড়ব না, এটা যেন সকলে মনে রাখে।'

জবরদখল হয়ে যাওয়া জমি ৬ মাসের মধ্যে মুক্ত করতে হবে বলেও তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১১ সাল থেকে রাজ্যজুড়ে ৬ লক্ষ মানুষকে জমির পাট্টা দেওয়ার পরেও আরও সাড়ে পাঁচ হাজার পাট্টা দেওয়ার জন্যে সবকিছু রেডি আছে।

বছরের শুরুতেই কলকাতায় অ্যাকশনে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই অ্যাকশনে ইডি। কলকাতা সহ-রাজ্যের একাধিক জেলার মোট ৮টি জায়গায় অভিযান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলে তল্লাশি। সূত্রের দাবি, ভিনরাজ্যে দায়ের হওয়া হাজার কোটির অনলাইন প্রতারণা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান। এদিন সকাল থেকে পার্ক স্ট্রিট, সল্টলেক, বাগুইআটি-সহ কলকাতার মোট ৫ এলাকায় চলে তল্লাশি। পাশাপাশি একাধিক জেলার তিন এলাকায়ও ইডি অভিযান চলছে। সূত্রের দাবি, এদিন সকালে সল্টলেকের একটি গ্যারাজ এলাকায় তল্লাশি চালায় ইডি। সেখান থেকে একজনকে আটক করে বাগুইহাটি রঘুনাথপুরে অভিযান চালায় তারা। সেখানকার অভিজাত আবাসনে তিনতলায় সদানন্দ ঝাঁয়ের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চলে। বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে চলে তল্লাশি। ইডি সূত্রে খবর, চেন্নাইয়ে হাজার কোটির সাইবার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রতারণা চক্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে। সেই সূত্র ধরেই একদিনে আট জায়গায় হানা দেয় ইডি। ভোর থাকতেই অভিযান শুরু হয়। তাদের দাবি, তল্লাশি চালিয়ে প্রতারণা চক্রের শিঁকড় পৌঁছনো সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত, প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল তন্ময় পাল নামে এক যুবক। কিন্তু কেন্দ্রীয় পোর্টাল ঘাঁটতেই লালবাজারের গোয়েন্দাদের চক্ষু চড়কগাছ। সারা দেশ থেকে অন্তত ৩০০ জনের কাছ থেকে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ওই যুবক। বারাসাতের বাড়িতে বসেই এই বিপুল টাকার প্রতারণার কারবার খুলে বসেছিল সে। তার গ্রেপ্তারির পরই এবার ফের সাইবার প্রতারণা নিয়ে অ্যাকশনে ইডি।

নীতীশের জন্য ইন্ডিয়ার দরজা খোলা, লালুর মন্তব্যে জল্পনা

পাটনা, ২ জানুয়ারি: নিন্দুকরা তাঁকে 'ডিগবাজি কুমার' সম্বোধন করেন। আবারও সেই সম্বোধনকে সত্যি করবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জেডিইউ সভাপতি নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার জোট বদলের জল্পনা উস্কে দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ। এদিন তিনি বলেন, 'নীতীশের জন্য ইন্ডিয়ার দরজা খোলা।'

চলতি বছরেই বিহারে বিধানসভা ভোট। তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে লালু মন্তব্য করেন, বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র দরজা নীতীশের জন্য সব সময় খোলা রয়েছে। যদিও বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে প্রকাশ্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে তিনি বলেন, 'আপনারা কী বলতে চাইছেন?'

গত এক দশকে লালুর জনতা দলের সঙ্গে দুবার জোট বাঁধেন নীতীশ। লালুর এদিনের মন্তব্য নিয়ে তেজস্বী যাদবের বক্তব্য, 'উনি আর কী বা বলতে পারতেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিয়েছেন আরজেডির বর্ষীয়ান নেতা।' তেজস্বী যোগ করেন, নতুন বছর নীতীশ কুমার-এনডিএ সরকারের পতনের সাক্ষী হবে।

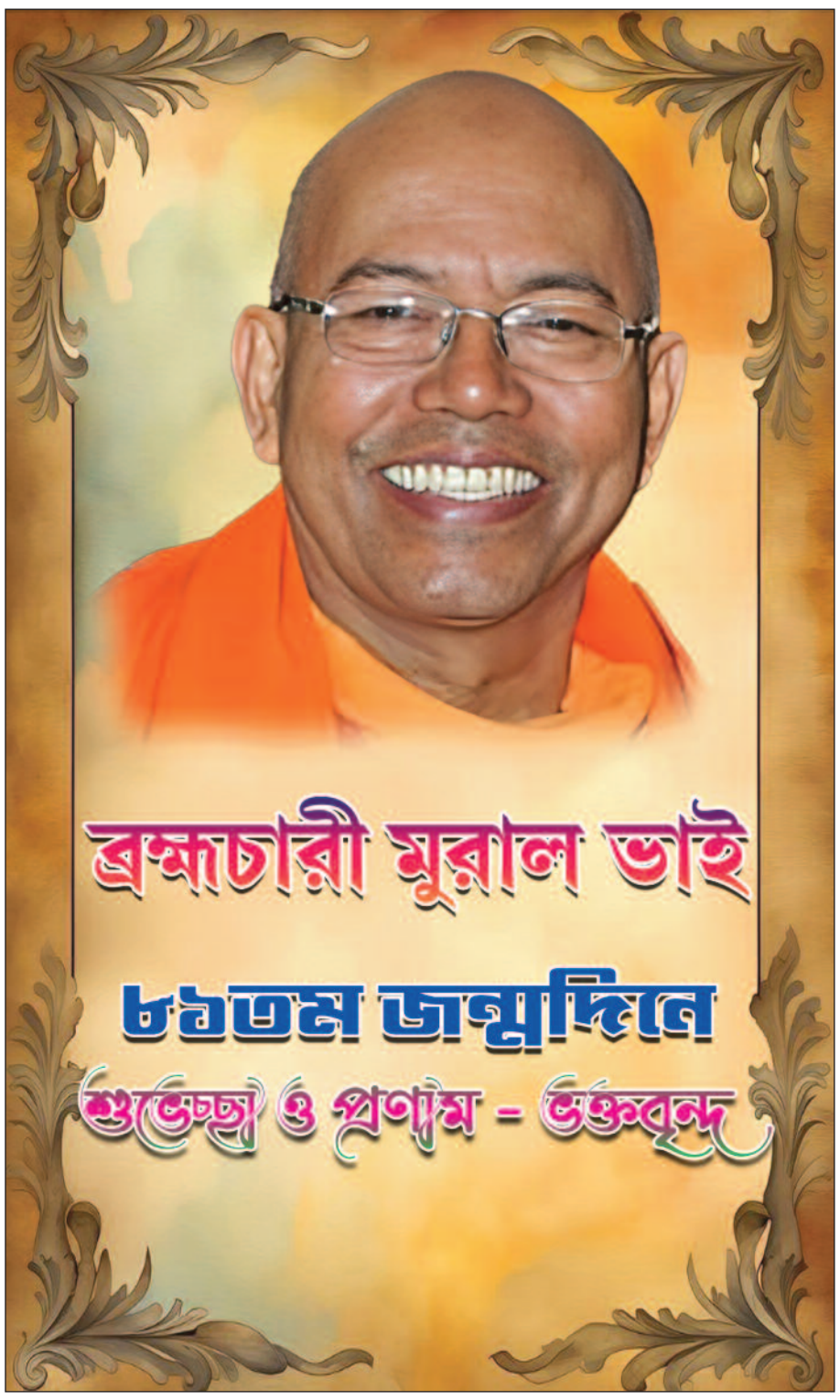

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫২১ নং এফিডেভিট বলে Barma Kumar Singh S/o. Karan Singh ও Barma Kr Singh S/o. K. K. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৭১ নং এফিডেভিট বলে Sanjai Kr. Rai S/o. Shashibhusan Rai ও Sanjay Kr. Rai S/o. S. B. Rai সাং চন্দ্রহাটী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬১৩ নং এফিডেভিট বলে Avijit Karmakar S/o. Pasupati Karmakar ও Abhijit Karmakar S/o. P. P. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৬৬ নং এফিডেভিট বলে Swapan Ray S/o. Gopal Ray ও Swapan Roy S/o. Gopal Ch. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Unas Ali Mollah ও Unash Ali Mollah S/o. Ekram Ali Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৬৯ নং এফিডেভিট বলে Tanusri Saha W/o. Gautam Saha ও Tanusree Saha W/o. G. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Manas Kumar Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mrityunjoy Pal ও M. T. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

শ্রীমতী লক্ষী রানী গিরি @ লক্ষীবালা গিরি এর পক্ষে আমোক্তার শ্রী স্বপন মুখার্জী -এর গত ১৯/০৭/২০২৪ তারিখে এই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তীতে আমোক্তার নং ৯৬৩৯ এর পরিবর্তে ৯৬২৯ পড়তে হবে, অন্যান্য সকল তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে।

নাম পরিবর্তন

আমি, অদিতি পাত্র, স্বামী সৌমেন কুমার পাত্র, ঠিকানা ফ্ল্যাট-৫বি, বিনায়ক ভবন, নপাড়া রায়পাড়া, ইকোপার্ক, হাতিপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭ আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং অদিতি পাত্র নী রায় নামে পরিচিত হয়েছি নোটারি পাবলিক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, Affidavit No. 30 dated 02.01.2025 এখন অদিতি পাত্র এবং অদিতি পাত্র নী রায় একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৯৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujan Chattopadhyay (old name) S/o. Chandan Chattopadhyay R/o. 55, B. B. Street, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sujan Chatterjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sujan Chattopadhyay & Sujan Chatterjee S/o. Chandan Chattopadhyay সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে পান্নালাল ব্যানার্জী, পিতা- মৃত রমানাথ ব্যানার্জী, ভারতীয় নাগরিক, সাং- চৌধুরীপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, মহাশয়কে জেল- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস. ৬৪৫ নং, এল.আর. ১২৭৯১ নং হইতে আগত হাল এল.আর. ৩৩৭৩৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৯৩৪১, এল.আর. ১২৮৫১ নং দাগে ০.০৪৪৫ একর বা ৪.৪৫ শতক, শ্রেণী- বাস্তু সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের চৌধুরীপাড়া ঘাট লেন স্থিত- ৬৫ নং হোল্ডিংভুক্ত সাম্পত্তি হইতেছে) গত- ইংরাজী ২৭.১১.২০১০ তারিখে হেব্বাল সাব রেজিস্ট্রি অফিস, ব্যাঙ্গালোর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল নং ১৪৩/১০-১১, বুক নং- ৪, একখানি আমমোক্তার দলিল বলে শ্রীমতি মিলি চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী দ্বীপশঙ্কর চ্যাটার্জী, সাং- ২২, সেকেন্ড ফ্লোর, ৪র্থ ক্রস রেভেনিউ লে আউট-সেকেন্ড স্টেজ, আর এমজি, সঞ্জয়নগর, নাগাশেট্টি হালি কণিকা পরমেশ্বরী মন্দিরের টিকিটে, ব্যাঙ্গালোর- ৫৬০০৯৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রীমতি মিনা চক্রবর্তী, স্বামী- মৃত দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, ভারতীয় নাগরিক, সাং-বি-৬১, রাইফেল ক্লাব (ওয়েস্ট), পোঃ বাঁশদ্রোণী, থানা- রিজেন্ট পার্ক, জেলা-কলকাতা- ৭০, এবং শ্রীমতি মিঠু পাড়িয়াল, স্বামী- শ্রী দেবাশীষ পাড়িয়াল, সাং- ১৮৯/১৯/১এ কসবা রোড, পোঃ ও থানা- কসবা, কলকাতা- ৪২, গত ইং. ২১.০১.২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-০০৮১৬/১১ নং একখানি কোবলা দলিল বলে বিক্রয় করে দখল প্রদান করেন। এক্ষণে মৃত পান্নালাল ব্যানার্জীর ওয়ারিশগণ যথাক্রমে, ১) হাসি ব্যানার্জী, স্বামী- পান্নালাল ব্যানার্জী, ২) বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, পিতা- পান্নালাল ব্যানার্জী উভয়ের ঠিকানা- শ্রীমা কো-অপারেটিভ, চৌধুরীপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ৩) রূপা দত্ত, স্বামী- সমিত দত্ত, সাং- কুমারহাট, পোঃ পুলশিটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ৪) দীপা চ্যাটার্জী, স্বামী- অনিন্দ চ্যাটার্জী, ঠিকানা- বি.বি. ১১৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৬৪, স্থানীয় কৃষ্ণনগর- ১ বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নাম পত্তন করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ২০ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

বিজ্ঞপ্তিকারী **১। সৈয়দ গোলাম গাউস ২। সৈয়দ হাসানুল জামান,** তপশীল : মৌজা ৪৩ নং লক্ষীনাথপুর সাবেক দাগ নং-১০৯১ হাল দাগ নং ১২১৭ খতিয়ান নং ৫০৬৩ রকম বাগান । iv-০২/২০১৪ ডোমকল অফিস সাব-রেজিষ্ট্রারীকৃত আমমোক্তার নামা বরাবর গ্রহিতা:- **জয়েদ আলী** পিতা- সারাফত মন্ডল সাং- ভাতশালা পো:-বসন্তপুর থানা-ডোমকল জেলা-মুর্শিদাবাদ পিন নং-৭৪২৪০৬। উক্ত iv-০২/২০১৪ নং আমমোক্তারনামা বলে **সৈয়দ গোলাম গাউস ও সৈয়দ হাসানুল জামান** ক্রয় করিয়া অত্র অফিসের রেজিষ্ঠারীকৃত ২৪/০৫/২০১৪ তারিখের ৬১৯৩/১৪ দলিল মূলে এল.আর. রেকর্ড করিবার জন্য ডোমকল বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে আবেদন করিব।
জমির মালিক **গোলাম মোর্তজা মন্ডল** পিতা-মৃত আব্দুর রহমান মন্ডল সাং ও পো:-কলাডাঙ্গা,থানা-দৌলতাবাদ,জেলা-মুর্শিদাবাদ। যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে তাহা ডোমকল বি.এল. এন্ড এল. আর.ও. অফিসে এক মাসের মধ্য অতিসত্বর আপনি যোগাযোগ করুন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা তপতী খাঁ স্বামী ৺শীতল চন্দ্র খাঁ সাকিম পশ্চিম নারায়নপুর, বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, **২)শ্রীমতী তৃপ্তি বাগুই** স্বামী বিশ্বজিত বাগুই পিতা ৺শীতল চন্দ্র খাঁ সাকিম পশ্চিম তাজপুর, শিয়াখালা, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৬ মহাশয়াগণ বিগত ইং 20/02/20২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0747/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী পার্থ প্রতীম খাঁ** পিতা ৺শীতল চন্দ্র খাঁ সাকিম পশ্চিম নারায়নপুর, বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 06/12/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4214/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কৃষ্ণ মজুমদার** পিতা শ্রী অর্জুন মজুমদার সাকিম নওয়াপাড়া, কানাইপুর, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৪ মহাশয়কে ১১৫ শতক বিক্রয় করি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা পশ্চিম নারায়নপুর, ২১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২১৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫৮৮ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ২ একর ৩০ শতক তন্মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১১৫ শতক আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী কৃষ্ণ মজুমদার** পিতা শ্রী অর্জুন মজুমদার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **শ্রী পার্থ প্রতীম খাঁ**
আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩ রা জানুয়ারী। ১৮ ই পৌষ । শুক্লা চতুর্থী তিথি। শুক্রবার । জন্মে মকর রাশি। অষ্টত্তরি রাহু র ও বিংশত্তরি মঙ্গল মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাংলাতে বিস্ফোরণের ছক আনলারুল্লা বাংলা টিমের প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় জাল বিস্তারে মরিয়া বাংলাদেশি জঙ্গিরা। আর এই জঙ্গি সংগঠন আনলারুল্লা বাংলা টিমের প্রধানের জসিমুদ্দিন রহমানি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদেও ঘুরে গিয়েছেন এই জসিমুদ্দিন। এমন তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে এবিটি-এর ধৃত সদস্যদের গ্রেপ্তার করার পরই। বাংলার বুকে নিজেদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবিটি কতটা সক্রিয়, তা জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই টিমের ধৃত সদস্য মুস্তাকিম মণ্ডল, সাজিবুল ইসলামদের জেরা করে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন জসিমুদ্দিন। এ ব্যাপারে তাঁর ভিডিও বার্তাও সামনে এসেছে। এই ভিডিও বার্তায় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও, আমরা সেভেন সিস্টার, চায়নাকে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও। সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো।'

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, নিজেদের সংগঠন ছড়িয়ে দিয়ে এবিটি-এর স্লিপার সেল কাজ করছে। সামনে এসেছে আরও আশঙ্কার কথা। গত আগস্টে জেলমুক্তির পর জসিমুদ্দিন এসেছিলেন মুর্শিদাবাদে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জসিমুদ্দিন ছিলেন শাদ রাডির ভাই সাজিবুলদের ডেরায়। আর সাজিবুল, মুস্তাকিমদের জেরা করে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। নওদা এলাকায় ঠাঁই নিয়েছিলেন জসিমুদ্দিন।

এই প্রসঙ্গে গোয়েন্দারা এও জানান, জঙ্গি সংগঠনের যাঁরা প্রধান হন, তাঁরা খুব সহজে কমফোর্ট জোন ছেড়ে বাইরে বের হন না। সেখানে দেখা যাচ্ছে জসিমুদ্দিন বাংলাদেশের অস্থির অবস্থার মধ্যে নিজের দেশ ছেড়ে ভারতে ঢোকেন। আর এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন। মুর্শিদাবাদকে কীভাবে এতটা নিরাপদ ভাবলেন জসিমুদ্দিন তা নিয়েও। কারণ সেখানে তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি এতটাই বেশি, যেটাকে সুরক্ষিত বলে মনে করেছেন জসিমুদ্দিন। আরও একটা বিষয়, কোনও পরিকল্পনা অনেক দূর এগিয়েছে তা চূড়ান্ত করতেই তাঁর ভারতে আসা। জসিমুদ্দিনের উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মীয় মজলিশ কিংবা জমায়েতকে হাতিয়ার করে হিংসা ছড়ানো। এই সমস্ত তথ্য হাতে আসায় উদ্বিগ্ন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। তবে শাসকদল এক্ষেত্রেও দায় ঠেলেছে বিএসএফের ঘাড়ে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, 'বিএসএফ ফেল করছে। বাংলায় ত্রিপুরা, অসম-বিভিন্ন জায়গার লোকজন ঢুকছে। সেন্ট্রাল আইবি-র উচিত এগুলো মনিটর করা।'

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল বাংলা সংগীত মেলা।

শওকতের নির্দেশেই হামলা, অভিযোগ আরাবুল ইসলামের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়ক শওকত মোল্লার নির্দেশেই গত ১ জানুয়ারি তাঁর উপর হামলা চালানো হয়, এমনটাই অভিযোগ ভাঙ্গড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুলের। এই মর্মে পোলেরহাট থানায় অভিযোগ দায়েরও করেছেন তিনি, এমনটাই খবর সূত্রে। অভিযোগপত্রে নিজের প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করে আরাবুল তাঁর অভিযোগে এও জানিয়েছেন, 'এই সমস্ত দুষ্কৃতী যখন তখন আমার উপরে আক্রমণ করতে পারে। সেই জন্য আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।'

যদিও বৃহস্পতিবার আরাবুলকে পাল্টা তোপ দেগে শওকত মোল্লা বলেন, 'আরাবুল ইসলাম দলের কেউ নয়। ও এফআইআর করল, না অন্য কিছু করল, তা নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না। ভাঙরের মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন ও কী করে আসলে। আদালতের নির্দেশে দু'দিন পঞ্চায়েত অফিসে যায়। সে যায় যাক। আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু ও যেন দলের কাজে মাথা ঘামাতে না আসে। দল আর প্রশাসন আলাদা। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে সবটা জানিয়েছি। শীর্ষ নেতৃত্ব এবার ব্যবস্থা নেবে। আরাবুল আর তার ছেলে ২০২৪ লোকসভা ভোটে পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল। যদিও আমরা জয়লাভ করি। ২০২১ সালে ওর জন্যে আমরা হেরেছি। দলের ব্যাপারে যেন ও মাথা না ঘামায়।' এদিকে ভাঙরের অশান্তি প্রসঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'এলাকার শান্তি সবাই বজায় রাখুন। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমি পুলিশ-সহ প্রশাসনের সবাইকে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে বলব, রাজনৈতিক রং না দেখে ব্যবস্থা নিন। একটা-দুটো ঘটনার জন্য গোটা বাংলাকে কলুষিত করবেন না।'

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে ভাঙড়ে পতাকা উত্তোলন করতে যাচ্ছিলেন আরাবুল। কিন্তু দলীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হয়। জানা যাচ্ছে, বিবাদে জড়ান আরাবুলের অনুগামীরা এবং ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক শওকতের অনুগামীরা।

অবস্থান, বিক্ষোভ বরানগর শিখ সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডানলপ ব্রিজ সংলগ্ন একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ফেসবুক লাইভ করে আত্মঘাতী হন এক শিক্ষিকা। চলতি বছরের গত ৫ ডিসেম্বরের ঘটনা। মৃত শিক্ষিকা জসবীর কাউর দক্ষিণেশ্বর থানার বরানগর মাতৃলেনের বাসিন্দা ছিলেন। মৃতার পরিবারের তরফে দক্ষিণেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয় নি বলে অভিযোগ। এদিকে ঘটনায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে স্কুলের বাইরে ধর্না মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বরানগর শিখ সমাজ। বৃহস্পতিবার ধর্না মঞ্চে বসে মৃত শিক্ষিকার ভাই যশবিন্দার সিং বলেন, 'গত ৫ ডিসেম্বর তাঁর দিদি আত্মঘাতী হয়েছেন। প্রায় একমাস অতিক্রান্ত। অথচ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়েই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।' তাঁর হুঁশিয়ারি, বিচারের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

গঙ্গাসাগর মেলা বাবুঘাটে।

সন্তোষ ট্রফি জয়ী ফুটবলারদের চাকরি দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার ফুটবল দলের সব খেলোয়ারকে চাকরি দেবে। ক্রিড়া দপ্তরেই তাদের চাকরি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন। তাদের বিশেষ আর্থিক প্যাকেজও দেওয়া হবে। নবান্নে বৃহস্পতিবার ট্রফি জয়ী দলের সদস্যদের পাশাপাশি কোচ সঞ্জয় সেনকেও সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কোচ সঞ্জয়বাবুর নেতৃত্বে বাংলার ফুটবল দল ভারতসেরা হয়েছে যা সকলের কাছে গর্বের। আগামীদিনে আরও ভাল প্রশিক্ষণ পেলে তারা আরও উন্নতি করতে পারবে। এমনকি আগামীতে ওই খেলোয়াড়রা বিশ্বকাপ খেলারও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে 'দুর্নীতি' নিয়ে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ আসায় রাজ্য সরকার অভিযুক্ত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ শুরু করেছে। নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, ইতিমধ্যেই বেশকিছু চিকিৎসককে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সচিব জানিয়েছেন। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল এখনও তিন শতাংশ রোগীকে রেফার করায় মুখ্যমন্ত্রী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাংলদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আসানসোল বিভাগে কাজের জন্য যাত্রার সময় বদলাচ্ছে বন্দে ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের আসানসোল বিভাগের ঝাঁঝা-সীতারামপুর স্টেশনে সাবওয়ে ও ফুট ব্রিজ তৈরির কাজের জন্য ৫ জানুয়ারি রবিবার পাওয়ার ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জেরে ৪ জানুয়ারি শনিবার বাতিল হয়েছে জেসিডি-মোকামা মেমু। ৫ জানুয়ারি রবিবারও বাতিল করা হয়েছে একাধিক লোকাল। বাতিলের তালিকায় রয়েছে বৈদ্যনাথ ধাম-আসানসোল মেমু, ঝাঁঝা-দেওঘর মেমু, দেওঘর-পাটনা মেমু, মোকামা-জেসিডি মেমু, আসানসোল-জেসিডি মেমু, বৈদ্যনাথ ধাম-আসানসোল মেমু, অন্ডাল-জেসিডি মেমু, জেসিডি-অন্ডাল মেমু, জেসিডি-ঝাঁঝা মেমু, ঝাঁঝা-জেসিডি মেমু, জেসিডি-কিউল মেমু, কিউল-জেসিডি মেমু। একইসঙ্গে বাতিল করা হয়েছে দূরপাল্লার ট্রেনও। ৫ জানুয়ারি বাতিল করা হয়েছে দুমকা-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। বর্ধমান-ঝাঁজা-বর্ধমান মেমু ৫ জানুয়ারি আসানসোল পর্যন্ত চলাচল করবে। ভাস্ক দা গামা-জেসিডি উইকলি এক্সপ্রেস ৩ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত চলাচল করবে। টাটানগর-বক্সার-টাটানগর এক্সপ্রেস ৫ জানুয়ারি আসানসোল পর্যন্ত চলবে। ৪ জানুয়ারি পথ বদল হচ্ছে নিউ দিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেসের। পণ্ডিত দিন দয়াল উপাধ্যায়, ধানবাদ, সীতারামপুর হয়ে চলবে এটি। ওই দিনে নাঙ্গাল ধাম-কলকাতা গুরুমুখী সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস পণ্ডিত দিন দয়াল উপাধ্যায়, ধানবাদ হয়ে চলাচল করবে। রক্সৌল-হাওড়া এক্সপ্রেস কিউল, রামপুরহাট, বর্ধমান হয়ে চলবে।

৫ জানুয়ারি আপ ও ডাউনে গয়া হয়ে চলবে ধানবাদ-পাটনা-ধানবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। গোরাক্ষপুর-আসানসোল এক্সপ্রেস (৪ জানুয়ারি) কিউল, রামপুরহাট, সীতারামপুর, অন্ডাল, আসানসোল হয়ে চলবে।

একইসঙ্গে একাধিক এক্সপ্রেসের সময় সূচিতেও পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতা-অমৃতসর আকাল তখত এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। কলকাতা-ঝাঁসি প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। বারানসি-দেওঘর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৪০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। দেওঘর-বারাণসী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৪০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। রক্সৌল-হায়দরাবাদ উইকলি এক্সপ্রেস ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। হাওড়া-পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। পাটনা-হাওড়া স্পেশ্যাল ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। হাওড়া-পাটনা স্পেশ্যাল ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ১৮ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার

বঙ্গ সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন: গিরিরাজ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর বারাসত রোডের নীলগঞ্জে অবস্থিত সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট এন্ড এলাইড ফাইবারস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই তৃণমূল সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'যেভাবে লাল গালিচা বিছিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তাতে বাংলা-সহ গোটা দেশের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমা চাওয়া উচিত।' কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর সংযোজন, 'দেড় বছর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, উনি ক্ষমতায় থাকতে বাংলাদেশীদের তাড়াতে দেবেন না।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি কিংবা সিএএ আইন লাগু করতে দিচ্ছেন না। অথচ উনি কুমিরের কান্না কাঁদছেন। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করছেন।' তাঁর অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গারা এবং বাংলাদেশী মুসলিমরা বাংলায় দেদার ঢুকে পড়ছে। বাংলা কিংবা দেশের যে কোনও প্রান্তে কোন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে দেখা যাচ্ছে তাদের ঠিকানা এই পশ্চিমবাংলা।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংযোজন, 'মমতা দিদি সর্বদা মিথ্যা কথা বলেন। উনি নিজের স্বার্থে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশীদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন। চাষি, জুট মজদুর কিংবা জুটমিল নিয়ে ওনার চিন্তা-ভাবনা করার সময় নেই।' কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে এসে তিনি পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি-সহ বিপণনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যারা মজদুরদের পিএফ, গ্রাচ্যুইটি, ইএসআই সুবিধা দেবেন, সেই সকল মিলগুলোকেই জুটের ব্যাগ তৈরির অর্ডার দেওয়া হবে।' তাঁর সংযোজন, 'জুটমিলগুলো চাঙ্গা করার পাশাপাশি জুট শ্রমিক ও জুট চাষিদের আয় বৃদ্ধির বিষয়টিও দেখা হবে।' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, '১০-১৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন অনেক ছোট মিল অসংগঠিতভাবে খোলা হয়েছে। যেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের মেলে না পিএফ, গ্রাচ্যুইটি, ইএসআইয়ের মতো সুবিধাও।' তাঁর সংযোজন, 'বড় জুটমিলগুলোতে যেখানে ২-৩ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। সেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অত্যন্ত কম। তাছাড়া পিএফ, গ্রাচ্যুইটি এবং ইএসআই সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। অথচ ওই মিলগুলোতে কাজ করার জন্য চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে।' প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জানান, তিনি কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যেন এমন ছোট মিলগুলিতে পাটের ব্যাগের অর্ডার না দেয় যেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, পিএফ, ইএসআই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ না নিলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হবে না এবং বড় মিলগুলো সমস্যায় পড়বে।' একইসঙ্গে অর্জুন সিং আরও জানান, 'মন্ত্রী জি স্পষ্টই বলেছেন যে সব মিলগুলিতে শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই দেওয়া হয় না, সেখানে কোনও প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডার দেওয়া হবে না।' নীলগঞ্জের পাট গবেষণা কেন্দ্রে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ-সহ গবেষণা কেন্দ্রের কর্তা-ব্যক্তিরা।

সিদ্দিকুল্লা-ফিরহাদের সঙ্গে একসাথে লড়ার বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'সিদ্দিকুল্লা, ফিরহাদের বিরুদ্ধে একসাথে লড়তে হবে', মেদিনীপুরের সভা থেকে হুঙ্কার শুভেন্দুর। সঙ্গে এও জানান, খেজুরির হিন্দুরা উত্তর দিতে নেমেছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন এবং নন্দীগ্রামে বিজেপির নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে সনাতনীদের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে বাংলাদেশে ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা। বৃহস্পতিবার ফের না মঞ্জুর হয়েছে জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনেরআবেদন। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম বলছে, ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ করবে, বাংলা দখল করবে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে হিন্দুদের এক হতে হবে।' আর বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, '২১ সালে আমি মাননীয়াকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, ২৬'এ রাজ্যে ওনাকে প্রাক্তন করবে হিন্দুরা।'*শুধু তাই নয়, এখন থেকে বাংলার ঘরে ঘরে গীতা পাঠের জন্য বাড়ি বাড়ি গীতা বিলি করার কথাও জানান বিরোধী দলনেতা।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে চিন্ময় দাসের যাবজ্জীবন, জানায় চট্টগ্রাম আদালত। সন্ন্যাসীকে এবার রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে জেলে দীর্ঘ সময় বন্দি রাখতে চায় ইউনূস সরকার। অসুস্থ আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের জায়গায় এদিন লড়তে এসেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য। অপূর্ব ভট্টাচার্যর সঙ্গে ছিলেন আরও ১০ জন আইনজীবীর টিম । শুনানি হলেও জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ায় হতাশ আইনজীবীরা আদালত ছাড়লেন। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'হিন্দুদের এক করেছিলেন।' সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে এও জানান, 'ভারত কেশরী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যেভাবে স্লো-পয়জন করে মারা হয়েছিল, সেভাবেই বাংলাদেশে গ্রেপ্তার সন্ন্যাসী চিন্ময় দাসকে মারা হতে পারে।' এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসএফ বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ নিয়ে যে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তাঁর জবাবে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জ্ঞান না দিয়ে ৬০০ কিমি জমি বিএসএফ-কে দেওয়া হোক।' এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের জন্যই সীমান্তে ৬০০ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া দিতে পারেনি বিএসএফ। তৈরি করা যায়নি জওয়ানদের ১৭টি চৌকি। ফলে সীমান্তে অনুপ্রবেশের জন্য কারা দায়ী, তা সকলে জানেন।'

এর পাশাপাশি এদিন উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করার নিদান দিতেও শোনা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের হেঁড়িয়ার সভা থেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রসঙ্গ টেনে এনে শুভেন্দু বলেন, 'যোগীর মতো মতো ২৬ সালে বাংলাতেও উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করব।'

বাংলায় সন্ত্রাস তৈরি করা হচ্ছে, বিস্ফোরক কারামন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা

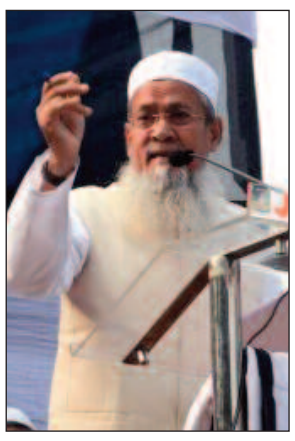

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় ভীষণভাবে সক্রিয় হয়েছে আনসারুল্লা বাংলা টিম। এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করতে শোনা গেল রাজ্যের কারামন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে। তুলে আনলেন শুভেন্দু অধিকারীর নাম। সিদ্দিকুল্লার বিস্ফোরক দাবি, 'শুভেন্দু অধিকারী মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, রাতের বেলায় বস্তায় ভরে টাকা এনেছেন।' সঙ্গে এও হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন, 'আমি বোমা ফাটালে হজম হবে তো?' এরই পাশাপাশি কারামন্ত্রী এও দাবি করেন, 'বাংলায় জঙ্গি ক্রিয়েট করা হচ্ছে।' এরই রেশ ধরে বাংলায় জঙ্গি সক্রিয়তা নিয়ে সিদ্দিকুল্লা এও জানান, 'বাংলায় কোনও জঙ্গি নেই, সন্ত্রাস ক্রিয়েট করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে জঙ্গি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এটা ক্রিয়েটেড। বাংলায় সন্ত্রাস নেই।' সিদ্দিকুল্লার মন্তব্য প্রসঙ্গে পাল্টা তোপ দেগে শুভেন্দু জানান, 'ওর কথার আমি জবাব দেব কী? উনি খারিজি মাদ্রাসা চালায়। জঙ্গি তৈরির কারখানা। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাদের সাপোর্ট করেছিলেন।' এর পাশাপাশি শুভেন্দু এও বলেন, 'কয়েকদিন আগেই ইউনূসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। কলকাতা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সরাতে দিচ্ছেন না। ওনার মুখে বড় বড় ভাষণ মানায় না।' এদিকে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সিদ্দিকুল্লার এই মন্তব্যে শোরগোল পড়ে বঙ্গ রাজনীতিতে। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ প্রশ্ন করেন, 'বাংলায় জঙ্গি ক্রিয়েট কে করছে? সাধারণ মানুষকে জঙ্গি বানিয়ে ফেলছেন কারা? আসলে উনি যেটা বলতে চেয়েছেন আর বলেছেন, দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ রয়েছে। বাংলায় ওনাদের থেকে বড় কোনও জঙ্গি নেই। জঙ্গি মানেই হাতে বন্দুক নিয়ে আর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তেমনটা নয়। আজকের দিনে অ্যাটাকটা হচ্ছে সাইবার অ্যাটাক, তেমনি ওরা ডেমোক্রেটিক্যাল অ্যাটাক করছে।'

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়ে রাজ্যের তরফে রিপোর্ট পেশ করা হল কলকাতা হাইকোর্টে। রিপোর্ট দেখে একেবারেই সন্তুষ্ট নন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করা হয়। কারণ, প্রতি বছর বন্যায় ভাসে ঘাটাল। এরপরই প্রশ্ন ওঠে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়ে। এদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে মেদিনীপুরের বন্যা রুখতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘাটালের সাংসদ দেবকে সঙ্গে নিয়ে লোকসভা ভোটের আগে তা ঘোষণাও করেছিলেন। এবার তা বাস্তবায়নের সময় আসায় দ্রুত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য সরকার। এরপরই এদিন রিপোর্ট দেখে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আগামী বর্ষার আগে কিছু তো করুন। এখনই শুরু না করলে কিছুই করতে পারবেন না।' এদিকে আদালত সূত্রে এও খবর, এই রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে যে বন্যার পর ক'টা শাড়ি, কতগুলি বিছানার চাদর, লুঙ্গি, কতটা শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর কীভাবে কাজ করেছে, তাও লেখা আছে। কিন্তু মাস্টার প্ল্যান কীভাবে কার্যকর হবে, কীভাবে এই বন্যা প্রতিরোধ করা হবে, সেই বিষয়ে কিছুই লেখা নেই। এরই প্রেক্ষিতে বন্যার জন্য আগাম কী প্ল্যান আছে তা এদিন জানতে চান প্রধান বিচারপতি।

এই প্রসঙ্গ টেনে এদিন প্রধান বিচারপতি এও বলেন, 'এটিকে বাস্তবায়িত করতে গেলে আপনাদের অনেক কাজ করতে হবে। যন্ত্র কোথায় বসবে, কতজনকে পুনর্বাসন দিতে হবে, এলাকা দখল মুক্ত করতে হবে।' এরপরই এই সব তথ্য কোথায় তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। সঙ্গে এ মন্তব্যও করেন, 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল।' এদিকে আদালত সূত্রে এও খবর, ৬ সপ্তাহের মধ্যে ফের রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, বর্ষার জলে ঘাটালের প্লাবন প্রতি বছরের ঘটনা। তা রুখতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ভাবনা। দীর্ঘ পরিকল্পনায় বর্ষীয়ান রাজনীতিক মানস ভুঁইঞা এই প্রকল্পের কথা ভেবেছিলেন। এর বাস্তবায়নের জন্য ঘাটালের তিনবারের সাংসদ দেব সংসদে সওয়াল করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। ঘাটালবাসীর দুর্দশাও কাটেনি। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিলে সিদ্ধান্ত নেন, এই পরিকল্পনা রাজ্য সরকারই বাস্তবায়িত করবে। তবে কাজে বেশ খানিকটা সময় লাগবে বলেও জানান তাঁরা। এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে সম্প্রতি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্ট দেখে স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

শিল্পীদের বয়কট ইস্যুতে ভিন্ন মেরুকরণ অভিষেক-কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন সাংস্কৃতিক মহলের এক বড় অংশ। এঁদের মধ্যে অনেকে নিশানা করেন রাজ্য প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই ঘটনার তদন্ত সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। আর এরই সূত্রে বর্ষবরণের মরশুমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁদের বয়কটের ডাক দিতে দেখা যায় তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে। গত সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে সেই বার্তাও দেন তিনি। যেখানে লিখেছিলেন, 'তিনমাস আগে 'চটিচাটা', সরকার ফেলে দেবো, বাংলাদেশের মত পালাবে বলা শিল্পীদের আর যাই হোক, এখন তৃণমূল নেতাদের বিনোদনের মঞ্চে ডাকা যেতে পারে না। ওঁরা ডাকলেই আসবেন। কিন্তু ওই কজনকে তৃণমূল কর্মীরা বয়কট করুন।' কুণালের এই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। এরপর বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির উদ্বোধন করতে গিয়ে এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী'। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার থেকে অভিষেক তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'কোথায় কাকে দিয়ে গান গাওয়াবে, কখন গাওয়াবে, কে গান গাইবে, আমি জোর করে কারও উপর চাপাতে চাই না। আমি কোথা দিয়ে হাঁটব-চলব, সেটা আমার সিদ্ধান্ত। স্বাধীনতা সকলের আছে। পার্টির তরফে কেউ বলেছে? কোনও নোটিস দেখেছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমি সাধারণ সম্পাদক হয়ে কিছু বলেছি?' যদিও অভিষেক কারও নাম উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর মন্তব্য যে এই বিষয়েই, তা স্পষ্ট। এর আগে আরজি কর ইস্যুতে মহিলাদের রাত দখল অভিযানকেও সমর্থন জানিয়েছিলেন অভিষেক। এদিনও বললেন, '১৪ অগস্ট যাঁরা রাতদখলের ডাক দিয়েছিলেন, কেউ সমর্থন করুক বা না করুক, আমি সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। আমি আজও একই কথা বলছি।

অসুস্থ সুজয়কৃষ্ণ, হল না চার্জগঠন, হাসপাতালের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবারও পিছিয়ে গেল চার্জ গঠন। কারণ, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অসুস্থ। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুজয়কৃষ্ণ। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। পরে অবশ্য জ্ঞান ফেরে তাঁর। বিচারক শুভেন্দু সাহাকে সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল এখনও অসুস্থ। আইসিসিইউ-তে ভর্তি। বৃহস্পতিবার তাঁর এহেন শারীরিক অবস্থার কথা জানানো হয় আদালতে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, তাই এই অসুস্থতার কারণে সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে পেশ করা সম্ভব হয়নি বৃহস্পতিবার।

আর সেই কারণেই দ্বিতীয়বারের জন্য স্থগিত হয়ে গেল প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি।

কৌস্তভ বাগচীর গাড়ির ওপর 'হামলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত থেকে বাড়ি ফেরার পথে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বেলঘড়িয়া থানার বিটি রোডের রথতলার মুখে আচমকাই বিজেপি নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তব বাগচীর গাড়ির ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী জানান, রথতলা মোড়ে সিগন্যালে তাঁর গাড়ি দাঁড়ায়। গাড়িতে কিছু দিয়ে আঘাত করতেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষী চিৎকার করে ওঠেন। তখন তিনি দেখেন দুই বাইক আরোহী দুষ্কৃতী কামারহাটি পুরসভার পাশের রাস্তা দিয়ে আড়িয়াদহের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে অনুমান কৌস্তভের। এরপর বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর কথায়, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলে দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করা যাবে। কৌস্তভের দাবি, সীমান্তে বি এস এফ সংক্রান্ত বিষয়ে এদিন সকালে তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, 'সংসদ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিস্কার করা উচিত।' কৌস্তভ জানান, বিষয়টি তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। বাংলা দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

শুরু হল দমদম উৎসব ২০২৫। আয়োজনে দমদম পুরসভা। গোরাবাজার লিচুবাগান মাঠে এই উৎসবের শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ব্রাত্য বসু, সৌগত রায়, রথীন ঘোষ, পুরপ্রধান হরেন্দ্র সিং, উপ-পুরপ্রধান বরুণ নট্ট প্রমুখ। চলবে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

শনিবার পর্যন্ত পারাপতন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সেভাবে ঠাণ্ডার আমেজ পাওয়া যায়নি। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে কার্যত শীতের আমেজ উধাও হয়ে গিয়েছিল। তবে নতুন বছর পড়তে না পড়তেই বেশ ভাল ঠাণ্ডাই উপভোগ করছেন কলকাতা থেকে দক্ষিণবঙ্গবাসী। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও কিছুটা তাপমাত্রা কমবে। তবে নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে ৪ জানুয়ারি। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে অবস্থান আরও একটি ঘূর্ণাবর্তের। সেই কারণেই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহতেও জাঁকিয়ে শীত বা কনকনে ঠাণ্ডা অধরাই থেকে যাবে। শীতের এই পর্ব চলবে শুক্র, শনিবার পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলাতেই বড়সড় পারাপতন নজরে এসেছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার পর্যন্ত তাপমাত্রা একইরকম থাকবে। তবে রবিবার থেকে ফের পারা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। তবে রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে তিন দিনে চার ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। পারা চড়তে পারে উত্তরবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চড়তে পারে তাপমাত্রার গ্রাফ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আটকে যাবে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া। সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালি হাওয়ার দাপটও বাড়বে। এর ফলেই বছরের প্রথম উইকেন্ডে উষ্ণতার ছোঁয়া মিলতে পারে বলে মনে করছেন হাওয়া অফিসের কর্তারা।*

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন দক্ষিণবঙ্গে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা দেখা গিয়েছে শ্রীনিকেতনে। ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসানসোলে তা আবার ৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পানাগড়ে ৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বর্ধমান ৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাঁকুড়ায় পারা নেমে গিয়েছিল ৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ঝাড়গ্রামে তা ৯ ডিগ্রির ঘরে। কলকাতায় আলিপুরে ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গিয়ে ঠেকেছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে হালকা মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। কুয়াশার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকবে পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ এই চার জেলাতে। অন্যান্য জেলাতে ও সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। আগামী সপ্তাহে ফের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং এ হালকা তুষারপাতের সামান্য সম্ভাবনা। মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং-সহ পার্বত্য ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে দৃশ্যমানতা কমবে ২০০ মিটারের নিচে। দার্জিলিং-সহ চার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে আসতে পারে।

সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

MAGMA General Insurance Limited

ম্যাগমা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

(পূর্বে ম্যাগমা এইচডিআই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড)
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : ডেভেলপমেন্ট হাউস, 24 পার্ক স্ট্রীট,
কোলকাতা - 700016, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : U66000WB2009PLC136327
ওয়েবসাইট : www.magmainsurance.com
টোল-ফ্রী : 1800 266 3202

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের কোম্পানীর নাম **জানুয়ারী 02, 2025** থেকে কার্যকরী সহ ম্যাগমা এইচডিআই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড থেকে ম্যাগমা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখুন যে কোম্পানীর নাম পরিবর্তন ছাড়া, পলিসি চুক্তির নিয়ম ও শর্তাবলী এবং/বা কোম্পানী দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাসমূহে অন্য কোনও পরিবর্তন হয়নি।

যেকোন অনুসন্ধান বা প্রাঞ্জলকরণের জন্যে, অনুগ্রহ করে **customercare@magmainsurance.com** বা **1800 266 3202** নাম্বারে আমাদের কাষ্টমার কেয়ার সার্ভিসে যোগাযোগ করুন।

ম্যাগমা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড'র পক্ষে
স্বাক্ষরিত
তারিখ : জানুয়ারী 02, 2025 **স্বাতী সিং**
স্থান : মুম্বই **কোম্পানী সেক্রেটারী**

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি নিতে বা প্রণয়ন করতে গড়িমসি করলে বিপদ আরও বাড়বে

ভারত সরকারের উচিত পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে একটি দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা। পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত কলকাতা শহরের কী হাল ছিল আর কী হাল হয়েছে, তা যাটোর্ধ্ব যে কোনও কলকাতাবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে। কলকাতায় ভিড়ের চাপ এবং হকারের সংখ্যা কী ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই বেড়ে চলছিল, সকলেরই দেখা। শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছিলেন বলে ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসিত হয়েছিলেন। কিন্তু, আজ পরিস্থিতি এক নয়। সে সময় ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রবন্ধকারের মতে প্রায় ৫৫ কোটি, আর এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪৩ কোটিতে। সন্ত্রাসবাদ তখন এত ভয়ঙ্করও হয়ে ওঠেনি। আজ নির্বিচারে সীমান্ত খুলে দিলে শরণার্থীদের পাশাপাশি বহু উগ্র জঙ্গিও ভারতে প্রবেশ করতে পারে। অনুপ্রবেশের স্রোত আটকাতে বাংলাদেশ সরকারের উপর কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক; সব রকম চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সুপরিকল্পনা চাই। দিল্লির সব সরকারই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। এই বৈষম্য উত্তর, মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ততটা দেখা যায়নি। এ বিষয়ে বিধানচন্দ্র রায় বার বার কেন্দ্রীয় সাহায্য চেয়ে বিফল হওয়ায় এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ঘন বসতিপূর্ণ হওয়ায় শরণার্থীদের জন্য এখানে জমি বাড়ি জোগাড় করাও খুবই সমস্যার ছিল। পরবর্তী কালে অবস্থা খুব বেশি বদলায়নি। হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা বলে খ্যাত একটি রাজনৈতিক দল তাদের শাসনকালে যে পদক্ষেপগুলো করেছে, নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েছেন ওপার বাংলা থেকে আগত শরণার্থীরা। তাঁদের ভারতে আসার স্রোত কখনও থামেনি। উল্টে বিভিন্ন আইনের দ্বারা তাঁদের বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই কার্যত চিহ্নিত করা হচ্ছে। যখন যে দলই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাক, দীর্ঘ দিনের এই সমস্যা মেটাতে কোনও উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করেনি। গত তিন-চার মাস ধরে সেই গড়িমসিই লক্ষ করা যাচ্ছে।

শব্দবাণ-১৫১

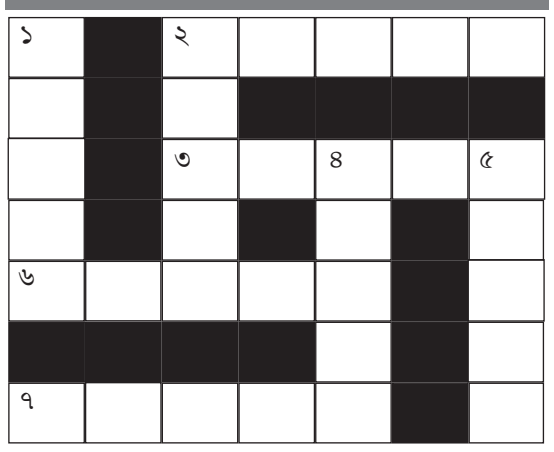

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২.অধীত পাঠের আলোচনা ৩. কোনো চলতি বা ঘটমান বিষয়ের তাৎক্ষণিক বিবরণ ৬. প্রাইভেট সেক্রেটারি ৭. ধূপকাঠি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.— বন্ধু হে আমার ২. পশ্চাদ্ধাবন ৪. বংশানুক্রমে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ ৫. বিবিধ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫০

পাশাপাশি: ১. কাপড় ২. ভবন ৫. বচন ৮. রন্ধন ৯. গলদ।

উপর-নীচ: ১. কার্তিক ৩. নকল ৪. লোচন ৬. উত্তর ৭. সম্পদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

চেতন শর্মা

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হান্নান মোল্লার জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় চেতন শর্মার জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পৌলমী ঘটকের জন্মদিন।*

আম্বেদকরের স্বপ্ন, বাজপেয়ীর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলেন মোদি

কেন-বেতোয়া নদী সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে

প্রদীপ মারিক

দেশের জলসম্পদ শক্তিশালী করে তোলা অম্বেদকরের স্বপ্ন, আর তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার। বাবা সাহেব আম্বেদকরের ভূমিকার প্রশংসা করে মোদি তাই অকপটে বলতে পারেন, ডঃ আম্বেদকরের দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জল সম্পদ, জল ব্যবস্থাপনা এবং বাঁধ নির্মাণকে শক্তিশালী করতে তার এই দূরদৃষ্টি'ই স্বনির্ভর ভারতবর্ষ গঠন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আম্বেদকর ভারতে প্রধান নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় জল কমিশন গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর প্রচেষ্টাকে মান্যতা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের জলসম্পদ উন্নয়নের ধারণার প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, দেশের জলসম্পদ শক্তিশালী করে তোলা তার স্বপ্ন ছিল। ডঃ আম্বেদকর ১৯৪২-৪৬ সালে দেশের জল সম্পদকে সকলের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একটি নতুন জল ও শক্তি নীতি তৈরি করেছিলেন। সেচের জন্য একটি সূক্ষ্ম এলাকা সুরক্ষিত করার বন্যা নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা, বিদ্যুতের অত্যধিক প্রয়োজনীয় র কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ডঃ আম্বেদকর নদী উপত্যকা অববাহিকার ভিত্তিতে জলসম্পদ উন্নয়নের জন্য বহুমুখী পদ্ধতির বিকাশে এবং নদী উপত্যকা কর্তৃপক্ষের ধারণার প্রবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন যা আজ সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা হিসাবে অভিহিত করা হয়। যার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং বিদ্যুতের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তার কথাও উ ল্লেখ আছে। আধুনিক জাতির নির্মাতা হিসেবে ডঃ আম্বেদকর কে সম্মান জানিয়ে মোদি বলেছেন, বাবাসাহেব জল, নৌচলাচল এবং শক্তি সম্পর্কিত দুটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। একটি কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ ও নৌচলাচল কমিশন অন্যটি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তিগত পাওয়ার বোর্ড। ডক্টর আম্বেদকর ভারতের জল ও নদী নৌচলাচল নীতিরও স্থপতি বলা হয়। বাবা সাহেব আম্বেদকারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে যে নদী সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী তা বাস্তবে রূপ দিলেন মোদি সরকার। ২০২২ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছিলেন, পাঁচটি নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার কথা। প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, পাঁচটি নদী সংযুক্তিকরণের খসড়া প্রজেক্ট রিপোর্টটি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এই নদী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যগুলির অনুমোদন পেলেই এই প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যাবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যথাসাধ্য আর্থিক সহয়তা করবে। প্রস্তাবিত ওই পাঁচটি প্রকল্প হল, গোদাবরী, কৃষ্ণা নদী, কৃষ্ণা,পেনার নদী, পেনার,কাবেরী নদী, দমনগঙ্গা,পিঞ্জল নদী ও পার,তাপি,নর্মদা নদী প্রকল্প। কৃষ্ণা নদীটি মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সেটি মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কাবেরী নদী গিয়েছে কর্নাটক, তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়ে। পেনার নদীটি চিক্কাবাল্লাপুরা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এরপর এই নদীটি কর্নাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দমনগঙ্গা,পিঞ্জল নদী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই হল দমনগঙ্গার জল যাতে মুম্বাই শহরের মানুষ পায় তা নিশ্চিত করা। অন্যদিকে পার,তাপি,নর্মদা নদী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই হল কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রে খরা প্রবণ এলাকায় জলকে পৌঁছে দেওয়া। সীতারামন অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কেন-বেতোয়া নদী প্রকল্পেকে। সেই বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য ৪৪ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর ফলে ৯ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি জমিতে চাষের জল দেওয়া সম্ভব হবে। ৬৫ লক্ষ মানুষ সরাসরি এর ফলে উপকৃত হবেন বলে দাবি করেছিলেন নির্মলা সিতারামন। বাজপেয়ীর আমলে নদী সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যাতে দেশ জুড়ে জলসম্পদের পর্যায়ক্রমিক সুষম বণ্টন সম্ভব হয়। মোদি বলেছেন, 'নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প দেশের উন্নয়নের চেহারা বদলে দেবে। একবিংশ শতকে শুধু সেই দেশগুলিই উন্নতি করতে পারবে, যারা যথাযথ ভাবে জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি করতে পারবে।' খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে কেন-বেতোয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প কৃষি এবং পানীয় জল সরবরাহে জোয়ার আনবে বলে দাবি করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা মোহন যাদব। প্রসঙ্গত, কেন এবং বেতোয়া দু'টিই আদতে যমুনার উপনদী। বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় গ্রীষ্মে প্রায় শুকিয়ে যায়। সারা বছর জল ধরে রাখতে এই প্রকল্পে কেন নদীর উপর প্রায় ৭৪ মিটার উঁচু বাঁধ তৈরি করার কথা। প্রকল্প রূপায়ণে আনুমানিক আট বছর সময় লাগবে। আনুমানিক খরচ প্রায় সাড়ে ৪৪ হাজার কোটি টাকা। মোদীর দাবি, এই প্রকল্পে মধ্যপ্রদেশের ৪৪ লক্ষ এবং উত্তরপ্রদেশের ২১ লক্ষ মানুষ পানীয় জল পাবেন। দুই রাজ্যের ২০০০-এর বেশি গ্রামে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার কৃষিজীবী পরিবার চাষের জল পাবেন। প্রকল্প ব্যয়ের ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ১০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বহন করবে। এই প্রকল্পটি ৮ লাখ হেক্টরের বেশি এলাকায় সেচ সুবিধা দেবে। ১০৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ২৭ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎও এই প্রকল্প থেকে উৎপাদিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাবা সাহেব আম্বেদকারের স্বপ্নকে গুরুত্ব দেয় নি কংগ্রেস। মোদি তাই বলতে পারেন, কংগ্রেস পার্টি কখনই জল সংরক্ষণের জন্য দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেয়নি, এবং জল সংরক্ষণবাদী হিসাবে বাবা সাহেবের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়নি। দেশে পর্যটনের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে মোদি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশ ও বিদেশ থেকে আসা সমস্ত পর্যটকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে এবং এখানে ভ্রমণ সহজ করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খরা-প্রবণ বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে জলস্তরের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে, শিল্পায়নকে উন্নীত করবে, বিনিয়োগ ও পর্যটন বাড়াবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবে। সম্প্রতি একটি মার্কিন সংবাদপত্রে বিশ্বের ১০টি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে মধ্যপ্রদেশ স্থান করে নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সংবাদপত্রগুলিতে এই স্বীকৃতির খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জনগণ এর জন্য কতটা গর্বিত হয়েছেন এবং আনন্দিত হয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যপ্রদেশ খাজুরাহোতে কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। নদী-সংযোগ প্রকল্প পান্না টাইগার রিজার্ভের প্রাণীদের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন উদ্বেগের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মোদি বলেছেন, প্রকল্পের খাল নির্মাণের সময় রিজার্ভের প্রাণীদের কথা মাথায় রাখা হবে। ভারতের নদী সংযুক্তকরণের উন্নয়ন মহাকাব্যিক সংঘর্ষ ছাড়া আসেনি। ডঃ আম্বেদকরকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যাতে ভারত বিশ্বের সেরা দক্ষতা অর্জন করে । বিহারের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য কমিশনের প্রধান হিসেবে একজন প্রধান প্রকৌশলীর প্রয়োজন ছিল। ওয়েভেল একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের পছন্দের পক্ষে ছিলেন যিনি মিশরের আসওয়ান বাঁধ প্রকল্পের উপদেষ্টা ছিলেন। আম্বেদকর অবশ্য একজন আমেরিকানকে চেয়েছিলেন যার টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি তার দাবির সমর্থনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্রিটেনের কোন বড় নদী নেই এবং এর প্রকৌশলীদের বড় বাঁধ নির্মাণে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। নির্ভীক লেবার সদস্যের জোরালো যুক্তি এবং ভারী বাগ্মীতা ভাইসরয়কে চুপ করে দিয়েছিল এবং তিনি তার পথ পেয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে DVC-এর জন্য প্রথম কারিগরি বিশেষজ্ঞ ডঃ আম্বেদকর কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন ডব্লিউএল ভুরডুইন, টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের গভীর অভিজ্ঞতার সাথে। DVC-এর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আম্বেদকর দায়িত্ব পালনের জন্য রিপোর্ট করেন এবং ১৯৪৪ সালের আগস্টে, ভুরডুইন তার 'দামোদর নদীর একীভূত উন্নয়নের প্রাথমিক স্মারকলিপি' জমা দেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মোদির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর খননের এক প্রকল্পের সূচনা করেছি। এপর্যন্ত দেশজুড়ে ৬০,০০০ অমৃত সরোবর খনন করা হয়েছে। জলশক্তি অভিযানের মাধ্যমে দেশজুড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষের বেশি কুয়ো খনন করা হয়েছে, যার সাহায্যে ভূগর্ভে বৃষ্টির জল পৌঁছে দেওয়া যায়। এই প্রকল্পের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল গ্রাম বা শহরে যে কোন অঞ্চলেরই সাধারণ মানুষ এখানে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। বাবা সাহেব আম্বেদকারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই রূপরেখা বাস্তবায়িত করলেন নরেন্দ্র মোদি কেন-বেতোয় নদী সংযুক্ত করে।

সাহিত্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম, দুইয়ের মাঝেই আজও বেঁচে রয়েছেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ডাঃ শামসুল হক

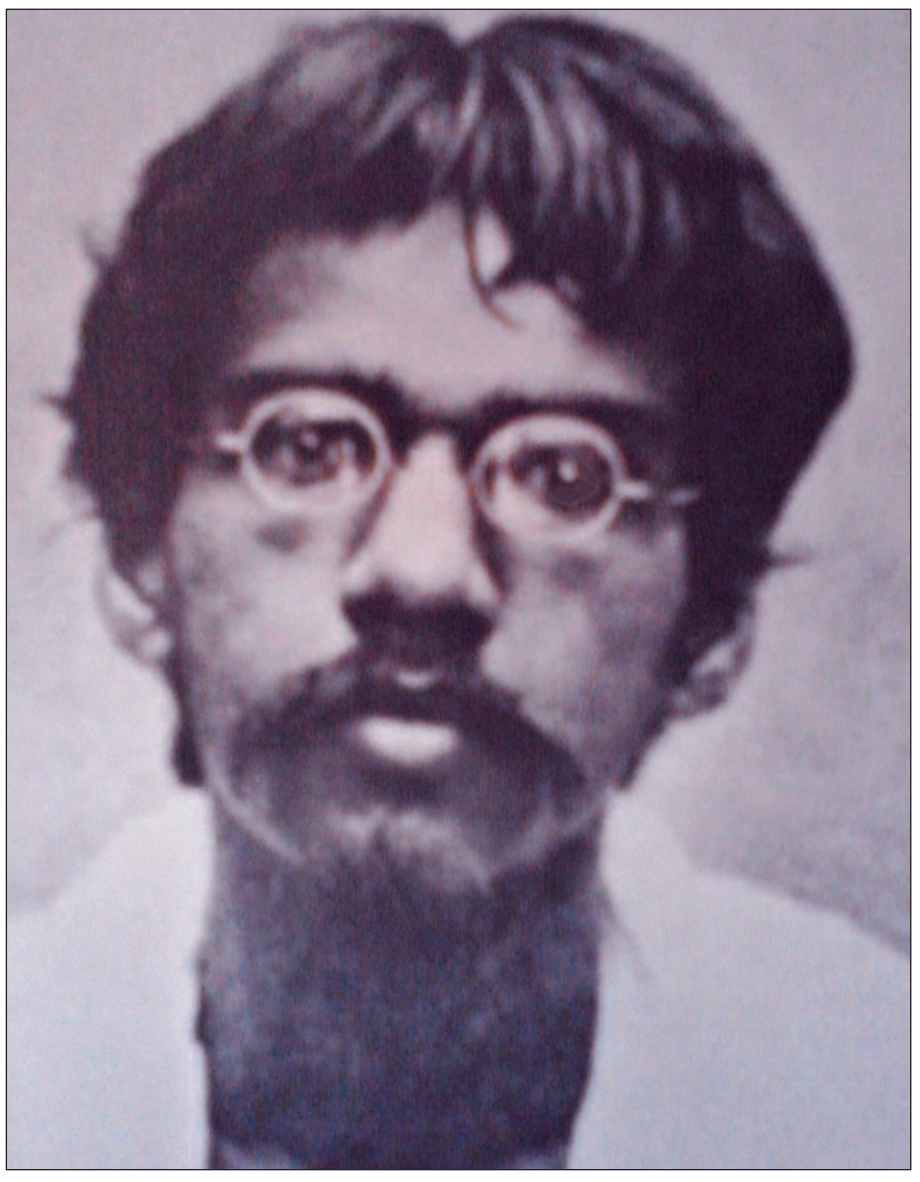

তখন বিদেশিদের হাতেই ছিল আমাদের দেশের শাসন ভার। তাই আমারা সকলে ছিলাম পরাধীনও। আর যে দেশের শাসন এবং শোষণের বেড়াজালে জর্জরিত হয়ে সব ধরণের স্বাধীনতাই খুইয়ে ছিলেন আমাদের দেশের সব শ্রেণীরই মানুষজন, সেই দেশের মাটিতেই জন্ম হয়েছিল তাঁর। বালক বেলার প্রায় পুরোটা সময় ও তাঁর কেটেছিল সেখানে। প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনার কাজ ও শুরু হয়েছিল সেই দেশে। তারপর চলে আসেন নিজের মাতৃভূমিতে। পড়াশোনার পরবর্তী পর্বের সমাপ্তিও ঘটে স্বদেশে। আর ছাত্রজীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বদেশী আন্দোলনের মূলস্রোতেও।

তিনি হলেন স্বাধীনতার আন্দোলনের বীর বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বিলেতে জন্ম তাঁর। বিলাতি কায়দাতেই আবার তাঁর বেড়ে ওঠাও। তাই ভাবা যেতেই পারে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েই দিব্যি সময়ও দিন কাটিয়ে দেওয়ার কথা তাঁর। বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি। সেই দেশের প্রতি কোন টান ই কখনও অনুভূত হয়নি তাঁর মনের মধ্যে । বরং জ্ঞান হ ওয়ার পর যখন তিনি বুঝেছিলেন যে, সেই দেশের অত্যাচারী শাসকরাই পরাধীনতার শিকল পরিয়ে রেখেছে তাঁর নিজের দেশকে তখন গর্জে উঠেছিলেন তিনি। মনেপ্রাণে স্থির ও করে নিয়েছিলেন দেশ উদ্ধারের কাজে এবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেনই পড়বেন।

১৮৮০ সালের ৫ই জানুয়ারি জন্ম তাঁর লণ্ডনের কাছাকাছি নর উড শহরে। শৈশবকাল থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত সেখানেই কেটেছে তাঁর। সেইসময় মাতৃভাষার উপর দখল নিতে না পারলেও ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজীর প্রতি ছিল তাঁর বিশাল আগ্রহও এবং একসময় সেই ভাষার উপর বিশাল পাণ্ডিত্যও দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

যখন তাঁর বয়স আঠারো তখন বাবা মায়ের সঙ্গে দেশে ফেরেন তিনি। ভর্তি হন দেওঘর উচ্চ বিদ্যালয়ে।সেখান থেকেই এনট্রান্স পাশ করেন তিনি। তারপর ভর্তি হন পাটনা কলেজে। কিন্তু কিছুদিন পর আবার চলে যান ঢাকায় নিজের দাদার কাছে। সেখানেই চলে পরবর্তী পর্যায়ের পড়াশোনার কাজ।

হুগলির কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সন্তান তিনি।তবে সেখানে তেমন একটা যাওয়া আসা ছিল না তাঁর। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও ছিলেন তাঁর বংশের ই একজন কৃতী সন্তান। বস্তুত অরবিন্দ ঘোষের অণুপ্রেরনাতেই বিপ্লবীদের খাতায় নাম লেখান তিনি।কাজ ও করেন মনপ্রাণ ঢেলেই। পাশাপাশি চালিয়েছিলেন সাহিত্য চর্চার কাজও। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার উপর ই দখল ছিল তাঁর। বিশেষ করে ইংরাজী এবং মাতৃভাষা বাংলা, দুই মাধ্যমেই তিনি রচনা করেছিলেন অজস্র প্রবন্ধ এবং গ্রন্থও। কিন্তু তা হলে কি হবে সাহিত্য নিয়ে খুব বেশি সময় কাটানো সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। যদি তা হত তাহলে তাঁর জীবন প্রবাহ হয়তো অন্য পথেই প্রবাহিত হতো।

যাইহোক অরবিন্দ ঘোষের তৎপরতাতেই ১৯০১ সালে গুপ্ত বাহিনী গঠিত হলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে বারীন্দ্রবাবু মন। তারপরই আবার ১৯০২ সালের ২৪ শে মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় অনুশীলন সমিতি। ঠিক তার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৩ সালেই তিনি যোগ দেন তাতে। মনপ্রাণ ঢেলে কাজ ও করতে থাকেন সেখানে। আর সেইভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনগুলোও। তারপরই আসে ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। সেদিন মুজফফরপুরের ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে ইংরেজ বাহিনীর পোষা গোলাম তথা অত্যাচারী বিচারক কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বোমা নিক্ষেপ করেন ক্ষুদিরাম বসু। সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত সহ আরও অনেক বিপ্লবী রাই।

সেদিন অনেক প্রস্তুতির পর ও কিন্তু কিংসফোর্ডকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসেই সেদিন মরা গিয়েছিলেন নিরীহ তিনজন মানুষ। আর অত্যাচারী বিচারক তথা ব্রিটিশের দালালটার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল একেবারে অস্বাভাবিক ভাবেই। স্বাভাবিক কারণেই তারপর ধৃতদের উপর ভীষণভাবেই বেড়ে গিয়েছিল অত্যাচারের মাত্রাও । বিচারের নামে প্রহসনের পর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল ক্ষুদিরামের । তার আগে নিজের গুলিতেই নিজেকে শেষ করেছিলেন প্রফুল্ল চাকী। নইলে তাঁর পরিণতিও যে হত ক্ষুদিরামেরই মতো তা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

ফাঁসির হুকুম হয়েছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তরও। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য আপিল করেন তাঁরা। সেটা মঞ্জুর ও হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ। অবশ্য সেই দণ্ড থেকেও তাঁরা মুক্তি পান ১৯২০ সালে। আর তার পরেই মনের একটু পরিবর্তন ঘটে বারীন্দ্রবাবুর এবং তখন নিজেই কলকাতায় একটা আশ্রম খুলে অতি একান্তে সময় কাটানোর চেষ্টাও করেন তিনি।

বছর তিনেক সেইভাবে কাটানোর পর দাদা অরবিন্দ ঘোষের ডাকে তিনি আবার চলে যান পণ্ডিচেরীর আশ্রমে। সেইসময় অরবিন্দবাবুর মতো তিনিও আধ্যাত্মিক ভাবনায় প্রবাহিত হতেও শুরু করেন।

১৯২৯ সালে পণ্ডিচেরী থেকে আবার ও কলকাতায় ফিরে আসেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তারপর মন বসাতে শুরু করেন লেখালেখির কাজে। তাঁরই প্রচেষ্টায় তখন প্রকাশ পেতে শুরু করে একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র The Dawn of India.

কিছুদিন সেটা চালাবার পর আবার ও সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি এবং যোগ দেন ইংরেজি সংবাদপত্র The Statement এর সম্পাদকীয় দপ্তরে।

ইংরেজি সংবাদপত্রে কাজ করতে করতেই তিনি আবার ঝুঁকে পড়েন মাতৃভাষার প্রতিও। বাংলায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র বসুমতীতে যোগ দেন ১৯৫০ সালে। সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি লিখতে শুরু করেন বিভিন্ন ধরণের রচনাও। প্রকাশ করেন অনেক গ্রন্থও। তাঁর লেখা ব ইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দীপান্তরের ফাঁসি, পথের ইঙ্গিত, আমার আত্মকথা, অগ্নিযুগ ইত্যাদি। ১৯৫৯ সালের ১৮ ই এপ্রিল কলকাতায় মহাপ্রয়াণ ঘটে এই মহান মানুষটির।

শীত পরতেই জালে উঠছে না মাছ, রোজগারে টান, চিন্তায় জেলেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: শীতের নদী থেকে মাছ জালে উঠছে না। মৎস্য ভাণ্ডার যেন মাছ শূন্য হয়ে পড়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাগীরথীর বুকে নৌকো ঠেলে শূন্য জাল মৎস্যজীবীদের বারবার হতাশ করছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। পরপর কয়েকদিন জালে মাছ না ওঠায় মৎস্যজীবীদের সংসারে টান পড়তে শুরু করেছে। জেলে সম্প্রদায়ের দাবি, শীতে জালে মাছ কম ওঠে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবার শীতের নদীতে যেন মাছ শুকিয়ে গিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে সংসারে অনটন জাঁকিয়ে বসবে। বিকল্প আয়েরও কোনো পথ খোলা নেই। এরপর ঋণ করেই ছেলে মেয়েদের মুখে খাবার তুলে দিতে হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী নদী কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর সংসারে খাবার জোগায়। ভাগীরথী নদীর দুপাড়ে কয়েক'শো মৎস্যজীবীর বাস। সকাল হলেই চার- পাঁচ জন মৎস্যজীবী দল করে নৌকো নিয়ে মাছ শিকারে বেরিয়ে পড়েন। নদীর বুকে নৌকোর উপরই দিনের আহার পর্ব চলে। ভাগীরথী নদীতে মাছ শিকারে কাউকে এক পয়সাও মাশুল দিতে হয় না। কোনও সময় একজনের দৈনিক উপার্জন হাজার টাকাও ছাড়িয়ে যায়। একমাত্র পেশার উপর নির্ভর করেই সংসার চলে।

মৎস্যজীবীদের দাবি, ডিসেম্বরের শুরুর দিকেও ভাগীরথী নদী থেকে জালে প্রচুর মাছ উঠেছে। রুই, কাতলা, রিঠা, ফাঙাস সহ নানা প্রজাতির মাছ উঠেছে। প্রচুর ইলিশও জালে উঠেছে। সে মাছের সাইজও দু'তিন কেজি ছাড়িয়েছিল। কিন্তু ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ধীরে ধীরে জালে মাছের পরিমাণ কমতে শুরু করে। বছরের শেষ সপ্তাহ থেকে ভাগীরথী হাত গুটিয়ে নিয়ে মৎস্যজীবীদের নিরাশ করতে শুরু করেছে। এখন ছোট ডিঙি নৌকোয় কয়েকজন কুচো চিংড়ি শিকার করছেন।

বহরমপুর কুঞ্জঘাট এলাকার মৎস্যজীবী রথীন হালদার বলেন, শীত পড়তেই নদী থেকে মাছ যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। দিনমান নদীতে জাল ফেলেও মাছ দূরের কথা পোকাও ওঠে না। গত এক সপ্তাহ মাছের দেখা মেলেনি। হরিদাসমাটি এলাকার জেলো কানাই হালদার বলেন, শীতকালে আমাদের আয় তলানিতে এসে ঠেকে। জমানো টাকায় সংসার চালাতে হয়। এবার শীতে উপার্জনহীন হয়ে পড়েছি। গত এক সপ্তাহ জালে মাছ না উঠলেও আশা ছাড়ছেন না জেলেরা। সকাল হলেই জাল নিয়ে নদীতে নৌকো ভাসাচ্ছেন। মৎস্যজীবীদের একাংশের দাবি, সরকারি উদ্যোগে ছোট ফুটোর নাইলন জাল আর ফাঁস জাল নদীতে ফেলা বন্ধ করতে না পারলে মৎস্যজীবীদের সংসার চালাতে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে।

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে প্রশাসনের সঙ্গে উদ্যোগী ব্যারাকপুরের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজে প্রশাসনের সঙ্গে উদ্যোগ নিলেন সাংসদ। আগামী ৬ জানুয়ারি অনিচ্ছুক জমিদাতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সঙ্গে থাকবেন আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। ৩৪ নম্বর (বর্তমানে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক) জাতীয় সড়কের সন্তোষপুর থেকে বড় জাগুলিয়ার গাদামারা হাট পর্যন্ত কাজ আটকে রয়েছে সম্প্রসারণ। সেই সমস্যা মিটিয়ে যাতে জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ করা যায় তা নিয়েই বৃহস্পতিবার বারাসাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসকের দপ্তরে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদি, বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝারখরিয়া, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও অন্যান্যরা।

এই প্রসঙ্গে পার্থ ভৌমিক জানান, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে। সামান্য কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। ব্যারাকপুরের সাংসদ হিসেবে আমি ও স্থানীয় বিধায়ক প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সার্থক করার জন্য চেষ্টা করছি। কিছু মানুষ সম্প্রসারণের কাজে বাঁধা দিচ্ছেন এবং বেশ কিছু আইনি জটিলতায় আটকে আছে। মানুষের স্বার্থে জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের লক্ষে আগামী ৬ ডিসেম্বর এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। স্থানীয় বিধায়ক রফিকুর রহমান বলেন, এলাকার কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দলের মানুষ চক্রান্ত করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু এই সম্প্রসারণ না হলে গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়কের গতি আটকাচ্ছে, যানজট হচ্ছে, দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের সাংসদ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ করায় উদ্যোগী হয়েছে। এলাকার মানুষ অধিকাংশ মানুষই চাইছেন রাস্তার সম্প্রসারণ হোক।

জেলাজুড়ে পালিত বই দিবস, পড়ুয়াদের নতুন বই প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গোটা রাজ্যের সঙ্গে ২ জানুয়ারি দিনটিকে বই দিবস হিসেবে পালন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলি। নতুন বছরে নতুন ক্লাস। সঙ্গে বাড়তি পাওনা নতুন বই। তাই বছরের শুরুতে হাতে নতুন বই পেয়ে বেজায় খুশি পড়ুয়ারা। জানা গিয়েছে, প্রতিবছরের মতো ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ২ জানুয়ারি দিনটিতে সংরক্ষিত বই দিবস হিসেবে পালনের জন্য জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছিল নির্দেশিকা। বিনামূল্যের সরকারি বইগুলি এই দিনই বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সেইমতো বই দিবসে জেলার বিভিন্ন সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রাথমিক ও হাই-স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। তবে শুধু বই দিবস নয় 'স্টুডেন্ট উইক' এর অংশ হিসেবে পড়ুয়াদের বাড়তি পাওনা হিসেবে দেওয়া হয় 'গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট'।

এদিন বালুরঘাট পশ্চিম চক্রের অন্তর্গত খাসপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও দুর্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা'র উপস্থিতিতে সেখানে চলছে 'পড়ুয়া সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে নতুন বই বিতরণ। পড়ুয়াদের হাতে নতুন বই তুলে দেন স্বয়ং সংসদ সভাপতি।

সেলফির যুগে অটোগ্রাফে খুশি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এখনও ভালো লাগে যখন কেউ অটোগ্রাফ নিতে চায়, এখন তো সেলফির যুগ চলে এসেছে। চুঁচুড়ার একটি স্কুলে গিয়ে বললেন হুগলির সাংসদ তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে হুগলির জ্যোতিষ চন্দ্র স্কুল, গরবাটি ও অনুকূলচন্দ্র স্কুলে যান রচনা। গরবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে সেখানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণির বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ। পড়ুয়ার কেমন পড়াশোনা করছে তারও খোঁজ নেন তিনি। নবম শ্রেণির নতুন ক্লাস সবাইকে ভালো করে পড়তে হবে। আর দুটো বছর তারপর এই মাধ্যমিক। ভালো করে পড়াশোনা করবে। এরপরে তিনি সপ্তম শ্রেণির ক্লাসে যান সেখানে গিয়ে বলেন, কে আমি? পড়ুয়ারা বলে ওঠে রচনা ব্যানার্জি। কিছুটা মুচকি হেসে সাংসদ বলেন, হ্যাপি নিউ ইয়ার বললে না। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। এরপরে তিনি সকল পড়ুয়াদের সঙ্গে ছবি তোলেন। পরে অষ্টম শ্রেণির ক্লাসে গিয়ে সাংসদ বলেন, সবাইকে শুভ নববর্ষ। অনেক পড়াশুনা করতে হবে। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে সাংসদ বলেন, জীবনে অনেক বড় হতে হবে, তাই পড়াশোনা ভালো করে করতে হবে সবাইকে। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। সব সময় মনে রাখবে বাবা-মা তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করছে তোমাদের পড়াশোনা শেখাতে চাইছে। জীবনে যা করবে সব সময় বাবা মার কথা ভেবে। বাবা-মা চাইছে বলেই তোমরা স্কুলে আসছ আর তোমাদের জন্যই তোমাদের বাবা মারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। তাই বাবা মাকে সব সময় সম্মান করবে। বেরিয়ে যাবার সময়, বিভিন্ন ক্লাসের পড়ুয়ারা হঠাৎ খাতা পেন বের করে সাংসদের কাছে অটোগ্রাফ নিতে চায়। খুদে পড়ুয়াদের ছোট আবদার দেখে হাসিমুখে অটোগ্রাফ দেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বলেন, স্কুল লাইফ বেস্ট লাইফ জীবনে। যতক্ষণ স্কুলে থাকবে ততক্ষণ জীবনের সব থেকে আনন্দের এবং সুমধুর জীবন। কোনও টেনশন নেই, কোনও দায়িত্ব নেই, মা বাবার কাছে থাকো ভালোবাসা পাও এবং স্কুলে যাও স্কুল থেকে ফিরে খেলাধুলা করা। কোনও জীবনের চিন্তা নেই। এই জীবনের মতো আনন্দের জীবন আর কিছু নেই। এরা এখন সেটা বুঝতে পারছে না। আর যারা এই জীবন পেরিয়ে এসেছে তারা বুঝতে পারে এই জীবন কতটা আনন্দের। এখনো ভালো লাগে যখন কেউ অটোগ্রাফ নিতে চায়। এখন তো ফটোগ্রাফের দিন চলে যাচ্ছে এখন তো সেলফির যুগ এসে গেছে।

লাগাতার ধর্ষণে জামাইবাবুর, মৃত্যু নাবালিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: লাগাতার ধর্ষণে মৃত্যু নাবালিকার। অভিযুক্ত জামাইবাবু। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরীকে ভয় দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। যার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয় ওই কিশোরী। গর্ভস্থ ভ্রুণের মৃত্যু হওয়ায় তা বের করতে গিয়েই বিপত্তি। প্রাণ গেল নাবালিকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। অভিযুক্ত জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। দীর্ঘদিন ধরে জামাইবাবু সুজন সর্দার তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। যার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা। পরিবারের লোকজন যখন জানতে পারেন, তখন গর্ভের সন্তান মারা গিয়েছে। ওই পরিস্থিতিতে ভ্রুণটিকে বের করা ছিল অনিবার্য। সেই কারণে নাবালিকাকে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় নাবালিকার। এরপরই মৃত কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে আউশগ্রাম থানায় অভিযোগ

নবীনবরণে বই, নতুন জুতো উপহার দেওয়া হল পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন পড়ুয়াদের স্বাগত জানালো স্কুল। দেওয়া হল বই খাতা উপহার। ছিল নাচ, গান সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও।

২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার শুরু হল নতুন শিক্ষা বর্ষ। ২ তারিখ থেকে ৮ তারিখ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে প্রতিটি স্কুলে পালন করা হচ্ছে 'স্টুডেন্টস উইক'। ফলে প্রতিটি সরকারি মাধ্যম স্কুল এই সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিন অন্যান্য স্কুলগুলির মতো পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালন করা হয় নবীন বরণ ও বই দিবস। নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য এদিন শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের উপহার দেওয়া হয় পাঠ্য বই। যারা শিশু শ্রেণিতে এবার ভর্তি হয়েছে এদিন নবীনবরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুলে তাদের স্বাগত জানানো হয়। শিশুশ্রেণির নতুন পড়ুয়াদের বই ছাড়াও দেওয়া হয় জুতো। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুন কুমার দা জানান, এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলে উপস্থিত ছিলেন অরব বিদ্যালয় পরিদর্শক সজল কুমার মণ্ডল, পাণ্ডবেশ্বর থানার আধিকারিক মানব ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য সনীতি মণ্ডল, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: নিজের সংসদীয় কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে 'সেবাশ্রয়' নামে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেছেন অভিষেক। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে ২৮ লক্ষেরও বেশি মানুষকে সেবা প্রদান করা হবে। থাকবেন ১,২০০ জন ডাক্তার। ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে পরিচালিত হবে। ২০০০টি বুথ জুড়ে ২৮০টি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে।

৭৫-দিন ব্যাপী ডায়মন্ড হারবার সংসদীয় এলাকায় চলবে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বিনামূল্যে এই সুযোগ পাবে সাধারণ মানুষ। অভিষেক এদিন বলেছেন, এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে ১,২০০ জন চিকিৎসক নিয়ে চালানো হবে। ৩০০টি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে যা ২০০০ বুথ কভার করবে। এই মেগা হেলথ ক্যাম্প ২৩ লক্ষের বেশি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেবে।

ইডির হানা মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীর বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: ভিন রাজ্যের একটি অনলাইন প্রতারণা মামলায় ইডি হানা দিল মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার ডাকবাংলার রফমতুল্লা শেখ ওরফে রাহি শেখের দোকান ও তার কান্দি থানার আন্দুলিয়ার বাড়িতে। সাত ঘণ্টা ধরে চলে ইডি অভিযান। রাহাতুল্লাহ শেখ ওরফে রাহি শেখ বড়ঞা থানার ডাকবাংলার একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলের দোকান চালান। পাশাপাশি দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করতেন। দোকানে ও বাড়িতে ইডির পাঁচ আধিকারিক হানা দেয়। তল্লাশি অভিযান চালানোর পর বেশ কিছু ব্যাগ ভর্তি লেনদেন নথি ও ব্যাংকিং লেনদেনের নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক।

রাহাতুল্লা শেখ এই দোকান থেকেই অনলাইন ব্যবসা করতেন। এর পাশাপাশি তিনি পরিবহণ ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। তার দুই ছেলেও এই ব্যবসায় যুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। তার দোকান থেকে প্রচুর এটিএম ও ডেবিট কার্ড উদ্ধার করা হয়। রাহি শেখকে এর আগেও নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সে দেখা না করায় তার দোকানে ইডির হানা বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, রাহির মূল ব্যবসা ছিল বিদেশি টাকার লেনদেন। ক্রিপ্টো কারেন্সি ও বিট কয়েনের ব্যবসা করত। আরো জানা গিয়েছে, আসানসোলে, দুর্গাপুরেও ব্যবসা রয়েছে। অভিযুক্তের বাড়ি কান্দি থানার আন্দুলিয়া এলাকা বলে জানা গিয়েছে। সেখানেও ইডির আধিকারিকরা জওয়াম দিয়ে এলাকা ঘিরে বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে বেশ কিছু মানি লেনদেনের নথি মিলেছে। রাহি শেখের দুই ছেলেও ইডির স্ক্যানারে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই ফুলেফেঁপে উঠেছিল রাহি। পরিবারে রয়েছে পাঁচটি প্রাইভেট কার। কোথা থেকে এত টাকার মালিক হল তার তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।

কৃষ্ণনগর শান্তিপুর রুটের রেললাইনকে ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কৃষ্ণনগর শান্তিপুর বাইপাস রেলরুটের দুর্গাপুর এলাকায় রেললাইন ঘিরে উত্তেজনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রেলগেট পারাপারের জন্য হয় আন্ডারগ্রাউন্ড অথবা পারাপারের ব্যবস্থা করতে হবে রেলগেট বসিয়ে। কিন্তু কোনও ভাবে পারাপার বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এর আগেও একই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল কিন্তু শুধু মৌখিক আশ্বাস মিলেছিল সেই সময় বিক্ষোভ তুলে নিলেও হঠাৎ করে গভীর রাতে কোনও নোটিস ছাড়াই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে রেল লাইনের ওপর বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি হয় আন্ডারগ্রাউন্ড পারাপারের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা রেলগেট বসাতে হবে। কিন্তু কোনও প্রকার ভাবে বন্ধ করা চলবে না। এই দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। যতক্ষণ না প্রশাসনের আধিকারিকরা আশ্বস্ত করবেন ততক্ষণ এই বিক্ষোভ দেখাবেন বলে জানা গেছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে আবারও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা নদিয়ায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। আহত একাধিক। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার কার্য শুরু করে। ঘটনাটি নদিয়ার চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া, পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন কৃষ্ণনগর টু করিমপুর রাজ্য সড়কের ঘটনা। জানা যায় বৃহস্পতিবার বেলা বাড়তেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রী বোঝাই বাসটি। স্থানীয়দের দাবি, নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসের মধ্যে ছিল ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী, তার মধ্যে আহত হয়েছে একাধিক ব্যক্তি, তাদের উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধারের কাজ শুরু করে পুলিশ, অন্যদিকে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে অনেকটাই।

বিনা নির্দেশিকায় ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করায় সমস্যায় পড়েছেন নিত্য যাত্রীরা। রেল কর্তৃপক্ষের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সাঁইথিয়া অন্ডাল মেমু ট্রেন দাঁড় করিয়ে বৃহস্পতিবার সিউড়িতে বিক্ষোভ রেলের নিত্যযাত্রীদের।

রাধাকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং -৫১৬, তাং-২৮-০২-১৯৬৭
গ্রাম-রাধানগর পোস্ট-গোপীনাথপুর, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বরেয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:-এর সমস্ত সদস্য, সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৩-০১-২০২৫ তারিখে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিতভাবে ইং ০৯-০১-২০২৫ ও ইং ১০-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১৪-০১-২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং ১৪-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে।
বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
রাধাকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

বরেয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং -৯৯, তাং-০২-১০-১৯২৬
গ্রাম+পোস্ট-বরেয়া, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বরেয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:-এর সমস্ত সদস্য, সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৩-০১-২০২৫ তারিখে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিতভাবে ইং ০৯-০১-২০২৫ ও ইং ১০-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১৩-০১-২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং ১৩-০১-২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে।
বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
বরেয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

শেয়ার সার্টিফিকেট হারানোর নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লি (কোম্পানি) কর্তৃক ইস্যুকৃত নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্থানান্তরিত বা হারিয়ে গিয়েছে এবং নথিভুক্ত শেয়ার হোল্ডার(গণ) সংশ্লিষ্ট শেয়ার সার্টিকিটের বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলির) জন্য আবেদন করেছেন।

ফোলিও নং	নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডার(গণ)	সিইআরটি নং	ডিস্ট থেকে	ডিস্ট পর্যন্ত	ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ
১০২৪৫০২	শঙ্কর চন্দ্র নন্দী (প্রয়াত) কৃষ্ণেন্দু নন্দী	২১৬১০	১০৫৬৬৪৮৬	১০৫৬৬৯৪০	৪৫৫

যেকোনও ব্যক্তির উক্ত সার্টিফিকেট বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে কোম্পানি বা কেফিন টেকনোলজিস লি, সেলেনিয়াম টাওয়ার বি,প্লট ৩১-৩২, গোচিবাওলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, হায়দরাবাদ ৫০০০৩২ এর নিকট যাবতীয় নথি সহ দাবি পেশ করতে পারেন। যদি কোনও অবৈধ এবং আইনি জটিলতা যুক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করা হয় তবে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট হোল্ডারদের উক্ত মতে তালিকাভুক্ত পক্ষে ইস্যু করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং কোনও দাবি পরবর্তীতে অন্য কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫ শেয়ারহোল্ডার এর নাম : **শঙ্কর চন্দ্র নন্দী** (প্রয়াত)
স্থান : **কলকাতা** শেয়ারহোল্ডারগণের নাম : **কৃষ্ণেন্দু নন্দী**

SOUTH INDIAN Bank
দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
শাখা ঠিকানা - বর্ধমান
২য় তল, আল আমিন ভবন,
পারবীরহাটা, জিটি রোড, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৩
ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ নিলাম
যেহেতু, **দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি** এর অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন, ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **"যেখানে যা আছে" এবং "যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অনলাইন নিলামে স্বর্ণ অলংকার বিক্রি করা হবে। নিলাম অনলাইনে সম্পাদিত হবে **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে **১৫.০১.২০২৫** তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী জুয়েল খান** এর অ্যাকাউন্ট ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১৬৪৬ অধীনে।
অনুগ্রহ করে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার **৬৩৫২৬৩২৫২৩** নম্বরে।
স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩৫
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৪.১০.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা মেসার্স এফ আর এ অর্থোসিস (স্বত্বা. সুমিত কুমার বোস) এবং সুমিত কুমার বোস,** পিতা শংকর বোস এবং **শ্রীমতী মুকুল বোস (জামিনদাতা),** স্বামী শংকর বোস, ৫৩/৬৮/৪৭, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৩৪ (পব), **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৮৯,০০৮.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ উননব্বই হাজার আট টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখার** নিকট বকেয়া **১৪,৮৯,০০৮.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ উননব্বই হাজার আট টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, **শ্রীমতি মুকুল বোস,** স্বামী শঙ্কর বোস, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩২১৫, তারিখ ২৫.০৫.১৯৮৮, ঠিকানা ৫৩/৬৮/৪৭, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, ওয়ার্ড নং ০৯, হালিশহর পুরসভা অধীন, থানা : বীজপুর, বর্তমান হালিশহর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা : হালিশহর, দাগ নং ২২৭৬, খতিয়ান নং ১৬৯,জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩১৩৪, এরিয়া : ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৯ বর্গফুট। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বারেন্দ্র গলি মেন রোড; দক্ষিণে : জীবনধন ভরত এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : শীলা ঘোষ হাজরা এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : শঙ্কর বোস এবং সরোজ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।
তারিখ : ৩১.১২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কল্যাণী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি,
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
লকার ভেঙে খোলার নোটিশ
ইউকো ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত মতে লকারধারীদের জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লকারের ভাড়া মেটানো হয়নি ফলে বিলম্বে/প্রদান না করায় বহু পরিমাণ বকেয়া পড়েছে। সংশ্লিষ্ট লকারধারীদের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভাড়া প্রদানের জন্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া দাখিল করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম (এসওএল আইডি)	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ (টাকা জিএসটি বহির্ভূত)	বকেয়া হইতে
১	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	AA008	ভারতী এস কুন্দল	১৯২৫২	১১-০৭-২০০৯
২	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	AA073	শশী রাঠোড়	১২৯৩৬	১৬-০২-২০২০
৩	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	AC012	পুষ্পা দেবী মুরারকা	১৫৭৪৫	২০-০২-২০২০
৪	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	BA107	কোকিলা এইচ দোশী	১৩৩৯২	১৯-০৯-২০১৫
৫	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	BA146	উমা চ্যাটার্জি	১১৮১৮	০৫-১২-২০১৯
৬	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	CB157	রাজীব চোপড়া	১৭৮২৯	০৪-০৩-২০২০
৭	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	CB187	বাণী প্রসন্ন মিত্র	১৮৫৭৬	১২-০৬-২০২০
৮	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	DB233	প্রীতম শর্মা	১৮০০৯	২৭-০৬-২০২০
৯	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	GD337	চন্দ্রিকা প্রকাশ ছাপিয়া	১৫৩১৭	০১-০৪-২০২২
১০	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	PB799	তরুণ কুমার সিং রায়	২৭৭৩৬	০৩-০৩-২০২০
১১	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	SA060	মধুকান্ত ডি শাহ	৮৩১১	২২-১০-২০২০
১২	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	UA027	কৌশিক দত্ত	৭০২৮	২৮-০৭-২০২০
১৩	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	VA017	গৌরব শাহ	৯১২৭	২০-১২-২০১৯
১৪	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	VA020	তুষার কানোদিয়া	৪৬৩০	০১-০৮-২০২০
১৫	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	VA041	মৃদুলা সি ওঝা	৭৬৩৯	০১-০৬-২০২০
১৬	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	VA043	ডালসুখরাই এন শাহ	৭২৩৯	০৪-০৬-২০২০
১৭	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	VA078	শ্রী সঞ্জয় শাহ	৩১৭৪২	০৬-০৫-২০০৭
১৮	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	XA033	কাকলী বি সাহা	৭৮৯৩	০৯-০৬-২০২০
১৯	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	XA057	অজিত সিং	৯৭৩৫	১৫-০২-২০২০
২০	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	XA080	সতনাম সিং বাইনস	৯৩৩৭	১১-০৫-২০২০

লকারধারীদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি **১৩.০১.২০২৫** তারিখের পর ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারের মধ্যে থাকা সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, অংশত/সমুদয় নিলাম করা হবে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য আবশ্যক মতে। লকারে থাকা অবশিষ্ট সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের হেফাজতে রাখা হবে সংশ্লিষ্ট লকারধাকীদের ঝুকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে। কোনও কারণে লকারে থাকা সামগ্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হলে লকারধারীরা বকেযা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। আগ্রহী লকারধারীগণ তাদের লকার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে **১২.০১.২০২৫** তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫, স্থান : কলকাতা **ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা**

আগেও খুনের চেষ্টা হলেও এবার শেষ রক্ষা হল না

তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ইংরেজবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একসময় কংগ্রেস সাংসদ গনিখান চৌধুরি এবং তৎকালীন রাজ্য যুবনেত্রী মমতা ব্যানার্জির নজরে পড়েছিল বাবলা সরকারের সামাজিক কাজকর্ম। একাধিক সামাজিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের জেরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন দুলাল সরকার ওরফে বাবলা। ৬২ বছর বয়সেও একগাল হাসি নিয়ে গোলগাল চেহারার মানুষটা সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেই চলতেন। যেকোনো সময় ডাক পড়লেই ছুটে যেতেন এলাকার মানুষের কাছে। শুধু তাই নয়, ৯০ দশকের সেই ভয়াবহ ইংরেজবাজার শহরের কানিমোড়, ঝলঝলিয়া এলাকায় অপরাধ দমনে যেন ডন হয়ে উঠেছিলেন বাবলা সরকার। এই কানিরমোড় বর্তমানে ভবানিমোড় নাম দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। ৯০ দশকে সন্ধ্যার পর চুরি, ছিনতাই, খুন, বোমাবাজির ভয়ে ঝলঝলিয়া কানিরমোড় এলাকা দিয়ে মালদা টাউন স্টেশনে যাওয়ার সাহস পেতেন না সাধারণ মানুষ। পুলিশ পিকেট বসিয়েও সম্পূর্ণভাবে অপরাধ দমন সম্ভব হয়নি। সেই সময় সামাজিক কাজ করেই এলাকার যুবকদের নিয়ে শক্তিশালী টিম গঠন করেছিলেন বাবলা সরকার। তার দাপটেই ধীরে ধীরে পালাতে শুরু করে অপরাধীরা। আর সেখান থেকেই উত্থান শুরু মালদার বাবলা সরকারের। প্রথমে ১৯৯৫ সালে ইংরেজবাজার পুরসভার কংগ্রেস দলের ২০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে জয়লাভ লাভ করেন বাবলা সরকার। এরপর ১৯৯৮ সালে তৃণমূল দল গঠন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সহকর্মী হিসেবে সেই থেকেই রাজনীতির লড়াই শুরু। তারপর আর পিছনে ঘুরে তাকাতে হয়নি বাবলা সরকারকে। একটানা ৩০ বছরের কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। পুরো নির্বাচনের পর ২০০০ সাল থেকে পরপর পাঁচবারের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০০১ সালে তৃণমূলের জেলা সভাপতি দায়িত্ব পান বাবলা সরকার। ২০০৬ সাল পর্যন্ত জেলা সভাপতি ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মালদায় যতবার এসেছেন ততবারই বাবলা সরকারের স্ত্রী তথা জেলা তৃণমূল নেত্রী চৈতালি সরকারের হাতে মুড়ি তেলেভাজা খেয়েছেন। চৈতালি দেবী ও বর্তমানে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর পদে রয়েছেন। তার একমাত্র ছেলে পুপোন সরকার শিলিগুড়িতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পাঠরত।

রাজনীতির পাশাপাশি বরাবরই বিভিন্ন সামাজিক গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বাবলা সরকার। কিন্তু তিন বছর আগে তৃণমূল কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী তুলে নেয় জেলা পুলিশ। তারপর থেকে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। কারণ, ২০০৭ সালে বাবলা সরকারকে একইভাবে বাড়ির সামনেই দুর্বৃত্তরা গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টা করে। সেই সময় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন তিনি। কিন্তু এবারে আর শেষ রক্ষা হল না। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, সারা জীবন তৃণমূলের সঙ্গে থেকে রাজনীতি করে গিয়েছেন বাবলাবাবু। ৬২ বছরেও দলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি। যেভাবেই হোক অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে পুলিশকে।

‘হীরক রাজার দেশ’ জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের উদ্বোধনে সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: কনকনে শীত উপেক্ষা করেই ২ জানুয়ারি দিনের পড়ন্ত বিকেলে শুরু হল পুরুলিয়ার বিখ্যাত ‘হীরক রাজার দেশ’ জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব। আনুষ্ঠানিক ভাবে বৃহস্পতিবার বিকেলে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ‘সত্যজিৎ রায় মঞ্চে’ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ, বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান সহ জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি সহ অন্যান্যরা। ২ জানুয়ারি থেকে ছয়দিন ধরে এই উৎসব চলবে। এবার এই উৎসব ১৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে হাজার হাজার উৎসায়ী পর্যটক এসেছে মেলা প্রাঙ্গণে। তাই এবার এই জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের আলাদা আকর্ষণ। ২৮ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পুরুলিয়ার বিখ্যাত রঘুনাথপুরের জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৪-২৫। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং প্রয়াত হওয়ার কারণে এবারের জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন ২৮ ডিসেম্বর বাতিল করেন উৎসব কমিটি। রাষ্ট্রীয় শোক শেষ হতেই ফের আজ ২ জানুয়ারি দিনের পড়ন্ত বিকেলে জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

পর্যটকরা জানান, এই জয়চন্ডী পাহাড়ের সুন্দর মনমুগ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য তাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। তাদের আশা আগামী দিনে রঘুনাথপুরের এই জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব কেবল রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে নয়, দেশ ও বিদেশেও স্থান করে নেবে। রঘুনাথপুরের মান্না দে’র গুরুকুল মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বোধনী সংগীত সকলের মন জয় করে নেয়। এছাড়া এলাকার বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা উদ্বোধনী নৃত্যে ও আদিবাসী নৃত্যে মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে উঠে জমজমাট।

রঘুনাথপুরের পুরপ্রধান তথা উৎসব কমিটির সম্পাদক তরণী বাউরি বলেন, বিগত বছরগুলিকে ছাপিয়ে এবার এই উৎসবে পর্যটকদের ভিড় রেকর্ড ভাবে বাড়বে। কারণ এবার পর্যটকদের থাকার জন্য যুব আবাস ও কটেজগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। পুরপ্রধান এই উৎসবকে সরকারি উৎসব করার জন্য প্রশাসনের কর্তাদের কাছে আবেদন রাখেন।

মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষামন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্ররা। এদিন কেক কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বিদ্যালয়ের ৭৫ তম জন্মদিনের উদ্বোধন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমন অনুষ্ঠানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আসার জন্য তিনি খাদ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে মানুষের অধিকারের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার্থীরা যাতে বিনা খরচে উচ্চ শিক্ষা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন। বিনামূল্যে বই, জামা, জুতো পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা, যেটা আগে ছিল না। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, মধ্যমগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল। সেই স্কুলের ৭৫ বছরের অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর আসা অনুষ্ঠানে গড়িমাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা চাই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন।

ঝাড়গ্রামে পৃথক তিনটি মৃত্যুর ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রমের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক ভূতনাথ সরেনের মৃত্যু হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দু’বারের বিধায়ক ভূতনাথ বাবু কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। ২০০৯ সালে মাওবাদী হুমকির জেরে বাড়ি ছেড়ে পার্টি অফিসে থাকা শুরু করেছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক। জঙ্গলমহল স্বাভাবিক হওয়ার পর বাড়ি ফেরেন। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপার অফিসের গাড়ির চালক বিশ্বজিৎ সরকারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, এদিন সকাল ৭ টা নাগাদ সুপারের অফিসের বাইরে গাড়ি রাখার স্ট্যান্ডে গলায় দড়ি দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে, চড়ুইভাতি করতে গিয়ে গলায় হাড় আটকে বেলপাহাড়ির ভেলাইডিহাতে সহদেব গড়াই (২১) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের বাড়ি বেলপাহাড়ি থানার রংপুর গ্রামে। স্থানীয় কুশভুলা গ্রামের পাশে তারাফেনি নদীর পাড়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে চড়ুইভাতি করতে যায়। খাওয়ার সময় মুরগির হাড় গলায় আটকে যায়। শিলদা প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বৃহস্পতিবার লিখিত আবেদন জানানো হল জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার পক্ষ থেকে। অবৈধ বালি উত্তোলনের ফলে নদীর পাড় ভেঙে পড়ছে, কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ জলের অভাবে ভুগছেন। অতিরিক্ত বালি তোলার কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বদলে যাচ্ছে, যার ফলে সেচ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া, মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মৎস্যজীবীদের রুজি-রুটি সংকটে পড়েছে।

এই কাজের ফলে পরিবেশের পাশাপাশি রাজ্যের রাজস্বও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বালি উত্তোলন বন্ধ করতে কঠোর নিয়ম প্রয়োগ, নিয়মিত তদারকি, এবং সচেতনতা প্রচার চালানোর জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানালেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অশোক মাহাতো। তিনি আশা করে বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সমস্যার সমাধান হবে এবং রাজ্যের পরিবেশ রক্ষা পাবে। তাই বিষয়টি সমাধানের জন্য লিখিত ভাবে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল কুমার আগরওয়ালের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে বলে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অশোক মাহাতো জানান।

গৃহবধূকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পারিবারিক অশান্তির জেরে গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা স্বামী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গৃহবধূ। বারাসাত কাজীপাড়ার চুড়িওয়ালা পাড়ায় ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ভোরে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল বেলা হঠাৎই তারা স্থানীয় মহিলাদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দেখতে পায় বছর ৩৫ এর ফতেমা বিবি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার স্বামী আব্দুল জলিল তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করছে। এরপরেই ফতেমা বিবিকে উদ্ধার করে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

ওই গৃহবধূ। গৃহবধূর ভাই জানিয়েছে আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি তবে আজকে প্রথম এমন ঘটনা কি কারণে তাদের এই বিবাদ সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত আব্দুল জলিল। পুলিশ তার খোঁজ শুরু করেছে।

ভর্তি হতে অতিরিক্ত টাকা, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে লাগবে অতিরিক্ত টাকা। যা দিতে নারাজ বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা। তাই অতিরিক্ত টাকা মকুবের দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলে ডেপুটেশন দিলেন এলাকার প্রাক্তন ছাত্ররা ও অভিভাবকরা।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রমন শর্মার অভিযোগ, ভর্তির নামে যে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে তা কি কারণে নেওয়া হচ্ছে এবং কোন অ্যাকাউন্টে ঢুকছে সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এলাকার গরিব মানুষের পক্ষে অতিরিক্ত পরিমানে টাকা দেওয়ার সামর্থ নেই। তাই সেই টাকা মকুব করার দাবি জানানো হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত কুমার পান্ডা জানিয়েছেন, বেশ কিছু দাবি নিয়ে অভিভাবকরা লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। তাদের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও পরিচালন সমিতির সামনে রাখা হবে। তিনি জানিয়েছেন অতিরিক্ত পরিমানে যে টাকা নেওয়া হচ্ছে তা পরিচালন সমিতির নির্দেশেই নেওয়া হয়। সমস্ত টাকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য নেওয়া হচ্ছে।

পুড়ল ১০ বিঘা জমির খড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাতের অন্ধকারে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল অন্তত ১০ বিঘা জমির খড়, বুধবার রাতে ইন্দাসের আকুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মান্দড়া গ্রামের ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মান্দড়া গ্রামের মহাদেব পাঁজা ও সমীর পাঁজার দু’টি পাশাপাশি খামারে খড় ছিল। এদিন রাতে হঠাৎই ওই খড়ের পালুই থেকে আগুন দেখতে পান গ্রামেরই যুবক। খবর দেওয়া হয় আকুই ফাঁড়িতে। পরে আকুই ফাঁড়ির পুলিশ ও সম্মিলীত গ্রামবাসীদের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যদের দাবি, অন্তত ১০ বিঘা জমির খড় পুড়ে গেছে। তবে ঠিক কি কারণে এই আগুন লাগল বিষয়টি স্পষ্ট নয় বলেই তারা জানিয়েছেন।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশি মা, মেয়ে ও ১ শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: চোরাপথে বাংলাদেশে ফেরার পথে গাইঘাটায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মা ও মেয়ে সহ পাঁচ বছরের শিশু। বাংলাদেশি মা ও মেয়েকে গ্রেপ্তার করল উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার পুলিশ। তাদের সঙ্গে রয়েছে পাঁচ বছরের এক শিশুও। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম রুনা খাতুন ও হাসিনা বেগম। তারা বাংলাদেশের নড়াইলের বাসিন্দা। বুধবার তাদের গাইঘাটা থানার কাহনকিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা মাস ছয়েক আগে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করে। এতদিন তারা মুম্বইতে কাজ করছিলেন। চোরাপথে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তারা গাইঘাটার কাহনকিয়া এলাকায় এসেছিল। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে গাইঘাটা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের পাশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরি এখনও অধরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদের পাশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরি এখনও অধরা। আরামবাগ শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদের বাঁধের পাশে বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরি করা হোক। পরিকল্পনা করা হলেও এখনও পর্যন্ত এই পার্ক তৈরি না হওয়ায় বছরের প্রথম দিন থেকেই দাবি জোরালো হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই বায়োডাইভারসিটি পার্ক তৈরি হলে উদ্যানের মধ্যে স্থানীয় গাছপালার সঙ্গে লাগানো হবে ভেষজ উদ্ভিদ। পার্কের মধ্যেই পৃথকভাবে তৈরি করা হবে প্রজাপতি পার্ক। আগামীদিনে এই পার্ক পর্যটনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই নাকি পার্কের জন্য জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। আরামবাগ পুরসভা সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের তীরে কয়েক বিঘার জমির ওপর এই পার্ক তৈরা হবে। আরামবাগ শহরকে ইতিমধ্যেই পরিবেশ বান্ধব হিসেবে

গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গাছগাছালি ভর্তি এই পার্ক শহরকে আরও সবুজ করে তুলবে। একইসঙ্গে এই পার্ক হয়ে উঠবে শহরের বাসিন্দাদের সময় কাটানোর অন্যতম ঠিকানা। আরামবাগ শহরে ক্রমাগত জনবসতি বাড়ায় কমছিল সবুজ এলাকা। পরিবেশবিদদের পক্ষ থেকে শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংস হওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল। বায়োডাইভারসিটি এই পার্ক হলে শহরে সবুজায়ন বাড়বে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ফিরবে। এই পার্ক হলে হয়ে উঠবে আশ্রয় হারানো পশু পাখা ও কীটপতঙ্গের আশ্রয়স্থল। আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, উচ্চ প্রশাসনের নির্দেশমতোই শহর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বায়োডায়ভারসিটি পার্কটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেচদপ্তর, পুরসভা ও মহকুমা প্রশাসন পার্কটি গড়ে তুলতে একসঙ্গে কাজ করবে। পার্কটির দেখভালের দায়িত্বে থাকবে পুরসভা। পার্কের পাশেই থাকবে গাড়ি রাখার পার্কিং জোন। দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসতে পারবেন। মহকুমা সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, শহরের জুবিলি মাঠ ও পুরসভা ভবনের কাছে পার্কটি গড়ে তোলা হবে। পার্ক তৈরির প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আরামবাগের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধজীবী গৌতম দত্ত বলেন, পরিবেশ রক্ষায় এই ধরনের বায়োডাইভারসিটি পার্ক গড়ে তোলা খুব জরুরি। প্রজাপতি পার্কেরও অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই পার্কে ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে ফলের গাছও লাগানো প্রয়োজন। ফুলে পরাগ সংযোগ থেকে ফল উৎপাদিত হওয়ার স্বাভাবিক চক্র এতে বজায় থাকবে। বর্তমান সময়ে বড় জঙ্গল তৈরি করা সম্ভব না। কিন্তু এই ধরনের পার্ক তৈরি করে নগরায়নের সঙ্গেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু পার্ক তৈরি কাজ এখনও শুরু না হওয়ায় আরামবাগবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

শেষ পর্যন্ত রোহিত শর্মাকে ছাড়াই সিডনি টেস্টে খেলতে নামছে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ পর্যন্ত রোহিত শর্মাকে ছাড়াই সিডনি টেস্টে খেলতে নামছে ভারত। ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী, রোহিতকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তবে অন্য একটি ইংরেজি দৈনিকের দাবি, রোহিতকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শেষ টেস্টে অধিনায়কত্ব করবেন জসপ্রীত বুমরাহ।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চর্চা শুরু হয়ে যায় রোহিতকে নিয়ে। টেস্টের আগের দিন সাধারণত অধিনায়ক সাংবাদিক বৈঠক করেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার কোচ গৌতম গম্ভীরকে সাংবাদিক বৈঠকে দেখা যায়। দু'টি চেয়ার রাখা থাকলেও ভারতের তরফে এক জনই সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন। জল্পনার সেই শুরু। এর পর গম্ভীরের একটি কথাতে চর্চা আরও বৃদ্ধি পায়।

সাংবাদিক বৈঠকে গম্ভীরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন রোহিত আসেননি? তাতে কোচ বলেছিলেন তরোহিত ঠিকই আছে। অধিনায়কের সাংবাদিক বৈঠকে আসা তো কোনও প্রথা নয়। কোচ তো এসেছে। আশা

করি, সেটাই যথেষ্ট। আপাতত উইকেট দেখে প্রথম একাদশের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। রোহিত খেলবেন কি না জিজ্ঞেস করা হলেও স্পষ্ট উত্তর দেননি গম্ভীর। তিনি বলেছিলেন, তএখনই বললাম, আমরা আগে উইকেট দেখব। তার পর কাল প্রথম একাদশ বেছে নেব।দ রোহিতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নিশ্চিত কোনও উত্তর শোনা যায়নি তাঁর মুখ থেকে। যা সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করে।

খোদ অধিনায়কেরই প্রথম একাদশে খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটে দেখা যায়নি। পার্থ টেস্টে রোহিত খেলেননি দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কারণে। দেশে ছিলেন তিনি। ভারতকে নেতৃত্ব দেন বুমরাহ। পরের তিনটি টেস্টে রোহিতের রান একেবারেই উল্লেখ করার মতো নয়। তিন টেস্ট মিলিয়ে ৩১ রান করেছেন তিনি। তার পরেই টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার ব্যাপারে জল্পনা শুরু হয়েছিল। বৃহস্পতিবার গম্ভীরের মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠেছিল, মেলবোর্নেই কি শেষ টেস্ট খেলে ফেললেন রোহিত? সন্ধ্যাবেলায় জল্পনা সত্যি করে রোহিতের বিশ্রামের খবর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে।

চিটফান্ড দুর্নীতির শিকার শুভমন, ৪৫০ কোটি টাকা নয়ছয়ের তদন্তে পুলিশ চাইতে পারে গিলের সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভমন গিলের নাম জড়িয়ে গেল চিটফান্ড দুর্নীতিতে। গুজরাত টাইটান্সের চার ক্রিকেটারের নাম জড়িয়েছে ৪৫০ কোটি টাকার চিটফান্ড দুর্নীতিতে। চার ক্রিকেটার টাকা রেখেছিলেন ওই চিটফান্ডে। তদন্তের জন্য গুজরাতের সিআইডি সাহায্য নিতে পারে শুভমন গিল, মোহিত শর্মা, রাহুল তেওয়াটিয়া এবং সাই সুদর্শনের থেকে।

আইপিএলে শুভমনেরা খেলেন গুজরাত টাইটান্সের হয়ে। দলের অধিনায়ক শুভমন। তিনি এবং বাকি তিন ক্রিকেটার কোটি কোটি টাকার চিটফান্ড দুর্নীতির শিকার বলে জানা গিয়েছে। আমদাবাদের এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভমনদের ডেকে পাঠাতে পারে গুজরাত সিআইডি-র ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পঞ্জি স্কিমের মূল মাথা ভূপেন্দ্রসিংহ জালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে সিআইডি জানতে পারে তাঁর বিজেড স্কিমে ওই ক্রিকেটারদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি।

সূত্রের খবর, শুভমন প্রায় ২ কোটি টাকা চিটফান্ডে রেখেছিলেন। অন্য দিকে, মোহিত, রাহুল এবং সুদর্শন তার চেয়ে কম টাকা রেখেছিলেন। তবে এই চার ক্রিকেটারকে কবে ডাকা হবে তা এখনও জানা যায়নি।

জালার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট রুশিক মেহতাকে ডাকা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। জালার আর্থিক সব কিছু মেহতাই দেখতেন।

নবান্নে ভারতসেরা বাংলা দল, ফুটবলারদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, চাকরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তোষ ট্রফি জিতে মঙ্গলবার ভারতসেরা হয়েছিল বাংলা দল। বৃহস্পতিবার কোচ সঞ্জয় সেন-সহ গোটা দল নবান্নে গিয়ে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ছিলেন বাংলার ফুটবল সংস্থার (আইএফএ) কর্তারাও। সেই সাক্ষাতের পরেই প্রত্যেক ফুটবলারের জন্য চাকরি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বাংলাকে সন্তোষ জেতানো রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠ, চাকু মান্ডিরা। ট্রফিও নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলেন মমতা, কোচ এবং ফুটবলারেরা। রবিদের হাতে সরকারের তরফে ব্লেজার তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কোচ, ফুটবলার ছাড়াও সাপোর্ট স্টাফদের সকলকে ব্লেজার দেওয়া হয়। সন্তোষজয়ী দলের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা উপহার হিসাবে ঘোষণা করেন মমতা।

ফুটবলারদের উদ্দেশে মমতা বলেন, ততোমরা যে ট্রফি নিয়ে এসেছ, এটা শুধু একটা ট্রফি নয়, এটা বাংলার গর্ব। আমার বিশ্বাস, তোমরা যদি ঠিক করে খাওয়াদাওয়া করো, ভাল করে অনুশীলন করো, তা হলে এক দিন বিশ্বকাপও খেলতে পারবে।দ এর পরেই ক্রীড়ামন্ত্রীকে মমতা বলেন প্রত্যেক ফুটবলারের জন্য ক্রীড়া দফতরে চাকরির ব্যবস্থা করতে। সেই সঙ্গে তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন, চাকরি করতে গিয়ে যেন ফুটবলারদের খেলায় কোনও ক্ষতি না হয়। এই সাম্মানিক চাকরি ফুটবলারদের আর্থিক সহায়তার জন্য। এমন চাকরিই তাঁদের দেওয়া হবে যেখানে খেলাটাকে তাঁরা প্রাধান্য দিতে পারবেন।

মঙ্গলবার কেরলকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি জেতে বাংলা। ২০১৬-১৭ মরসুমের পর আবার ফুটবলে ভারতসেরা তারা। ৩৩ বার এই ট্রফি জিতেছে বাংলা।

একদিন **আমার দেশ/আমার দুনিয়া**

ফের স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মঘাতী বেকারির মালিক

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি: দিল্লিতে স্ত্রীর সঙ্গে বচসার জেরে বেকারি মালিকের আত্মহত্যা কাণ্ডে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য। মিলল পুনীত খুরানা নামের ওই ব্যক্তির একটি ভিডিওর সন্ধান। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সেই ভিডিওটি প্রকাশ্যে এনেছে। সেখানে তাঁকে দাবি করতে দেখা গিয়েছে, তাঁর কাছে ১০ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। আর সেই কারণেই তিনি আত্মহত্যা করতে চলেছেন। আত্মহত্যার আগে শেষবার স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলছিলেন পুনীত। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর পরিবারের দাবি, বেকারির ব্যবসা নিয়েই কথা হয়েছিল এবং সেই কলের রেকর্ডিং নিজের পরিবারের সদস্যদেরও পাঠিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। পুলিশ পুনীতের ফোনটি খতিয়ে দেখছে।

শিগগিরি তাঁর স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডেকে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। কল রেকর্ডিংটিও উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এবার জানা গেল এক ভিডিওর কথা।

সেখানে পুনীতকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি আত্মহত্যা করতে চলেছি। আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করা হয়েছে। আর এই ধরনের মামলার নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে, যেটা উভয়েই মেনে নিয়েছি। সেই সঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, ওরা আরও ১০ লক্ষ টাকা চাইছে। আমার তা দেওয়ার সাধ্যই নেই। মা-বাবাকে সেটা দিতে বলেছি। ওরা যতটা পেরেছে দিয়েছে। সম্প্রতি, স্ত্রীর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করেছেন বেঙ্গালুরু ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষ। তাঁর সমর্থনে, 'ছেলেরা এটিএম নয়' প্ল্যাকার্ড হাতে পুরুষ কমিশন তৈরির দাবিতে প্রতিবাদ জানাতে দেখা গিয়েছে স্ত্রীদের হাতে 'অত্যাচারিত' সুরাতের যুবকদের। এর মধ্যেই এবার দিল্লির বেকারি মালিকের মৃত্যু ঘিরে নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে। যা নতুন মাত্রা পেল ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে।

ইয়েমেনে সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্সের মৃত্যুদণ্ড রদ করতে সাহায্য করবে ইরান

সান্না, ২ জানুয়ারি: ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার প্রাণ বাঁচাতে আর্জি জানিয়েছিল বিদেশমন্ত্রক। এবার সেই আর্জিতে সাড়া দিল ইরান। এই বিষয়ে যতটা সম্ভব সাহায্যের আশ্বাস দিল তারা।

ইয়েমেনের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক জটিল। সেদেশের জঙ্গি গোষ্ঠী হাউথিকে মদত জোগানোর অভিযোগ রয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে। ইয়েমেনের বহু অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব রয়েছে তেহরানের। আর সেই প্রভাবশালী হিসেবেই তারা এবার নিমিশার বিষয়ে বিবেচনা করার কথা জানাল।

স্বামীকে হত্যার অপরাধে ২০১৭ সাল থেকে ইয়েমেনের জেলে বন্দি রয়েছেন নিমিশা । ২০১৮ সালে এই মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় ইয়েমেনের

আদালত। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে এত বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে এসেছে নিমিশার পরিবার। প্রবাসী ভারতীয় ওই যুবতীর প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছলে তা খারিজ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট রশিদ মহম্মদ আল আলিমি। আগামী এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা।

এই পরিস্থিতিতে নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড রদ করতে তৎপর মোদি সরকার। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, 'ইয়েমেনে নিমিশা প্রিয়ার সাজা সম্পর্কে আমরা অবগত। নিমিশার পরিবার তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা করছে। সরকার ওই পরিবারের পাশে আছে এবং এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করছে।' ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট যাতে প্রিয়াকে প্রাণভিক্ষা দেন তার জন্য সরকারের তরফে আবেদন জানানো হবে বলেও জানান তিনি। এই পরিস্থিতিতে ইরান এই ইস্যুতে পাশে থাকার আশ্বাস দিল।

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশ্নফাঁস-সহ নানা অভিযোগ তুলে অনশনে পিকে

বিহার, ২ জানুয়ারি: পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস-সহ নানা কারচুপির অভিযোগে বিদ্ধ বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এবার সেই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অনশনে বসছেন প্রশান্ত কিশোর। জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাফ জানিয়েছেন, আমরণ অনশনে বসবেন। যতদিন পর্যন্ত না দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নেওয়া হয়, ততদিন অনশন চালিয়ে যাবেন প্রাক্তন ভোটকুশলী।

গত দু'সপ্তাহ ধরে বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা। গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে আন্দোলনে নেমেছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার দাবি জানান। যদিও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার পড়ুয়াদের সেই দাবিকে গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ। এহেন পরিস্থিতিতে চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে সুর চড়ান পিকে। গত রবিবার রাতে প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বে পাটনার গান্ধি ময়দান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশে পদযাত্রা বের করেন পড়ুয়ারা। ব্যারিকেড ভেঙে পড়ুয়ারা এগোতে থাকলে তাঁদের আটকাতে শক্তি প্রয়োগ করে পুলিশ। প্রথমে জলকামান ও পরে পড়ুয়াদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করা হয়। রাস্তায় ফেলে পড়ুয়াদের বেলাগাম মারধর করা হয়। এই ঘটনাতেই প্রশান্ত কিশোর-সহ ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

তবে এই ঘটনার পরে সরকারকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিলেন পিকে। সোমবার তিনি জানান, ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন। তার মধ্যে যদি সরকার এই পরীক্ষা বাতিলের জন্য কোনও পদক্ষেপ না করে তাহলে আরও জোরালো প্রতিবাদ করবেন। তারপরেই বৃহস্পতিবার আমরণ অনশনের ঘোষণা করলেন পিকে। তিনি জানান, আগের পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নেওয়া হোক। এছাড়াও যেসমস্ত আধিকারিকরা টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।

পথকুকুরদের আক্রমণে মৃত্যু নাবালিকার

জয়পুর, ২ জানুয়ারি: হিংস্র পথ কুকুরদের আক্রমণে মৃত্যু ৭ বছরের বালিকার। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের আলওয়ারে। ঘটনায় কুকুরগুলি অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। শিশুটির মৃত্যুর পর কুকুরগুলিকে নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে অনেকের মনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম ইকরানা। এদিন ঠাকুরদার সঙ্গে মাঠে যায় ওই শিশু এবং আরও পাঁচ কচিকাঁচা। মাঠে পৌঁছে দেওয়ার পর সেখানেই থাকতে বলে বাজারে চলে যান ইকরানার ঠাকুরদা। কিন্তু ঠাকুরদার কথা অমান্য করে বন্ধুদের সঙ্গেই বিকেলে বাড়ির দিকে রওনা দেয় সে। ফেরার পথেই ৬-৭টি কুকুরের দল হামলা করে বাচ্চাদের উপর। ইকরানাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় কুকুরের দল। খুদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন সেখানকার কৃষকরা। সারমেয়র দলকে তাড়িয়ে রক্তাক্ত শিশুটিকে ট্রাক্টর করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। ভর্তির পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে তার। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা করে ব্যর্থ করে জীবন যুদ্ধে হার মানে ছোট্ট ইকরানা।

হরিয়ানায় গ্রেপ্তার দুই মদ পাচারকারী

ফরিদাবাদ, ২ জানুয়ারি: হরিয়ানার ফরিদাবাদে দুই মদ পাচারকারী আকাশ ও ইরফানের থেকে যথাক্রমে ৫২ পাউচ ও ২৮ বোতল দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। জানা গেছে, অভিযুক্তরা বেশি লভ্যাংশের জন্য বেআইনি মদ পাচারের কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, একটি দল কৃষ্ণা কলোনি সেক্টর-২০-র বাসিন্দা আকাশ এবং সেক্টর-৩-এর বাসিন্দা ইরফানকে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। আকাশের কাছ থেকে ৫২ পাউচ দেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইরফানকে কাছ থেকে ২৮ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। দুই মদ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত, সিনি. ডিইএন/১/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রের অধীনে **ই-টেন্ডার নং. ২৮৬_২০২৪-২৫, তারিখ ০২.০১.২০২৫-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী।** উপরোক্ত টেন্ডারে, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টার পরিবর্তে ১০.০১.২০২৫, দুপুর ২টা** পড়তে হবে। অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

(HWH-519/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF SANTIPUR MUNICIPALITY

e-TENDER NOTICE

Santipur Municipality invite 1 no online e-tender for 1) Tender ID: **2025_MAD_793911_1** Laying of 11.413 Km HDPE pipes PN-6 including road restoration works within Santipur Municipality under AMRUT 2.0. Last date of BID submission on **04.02.2025 upto 10:00 a.m.** Others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** & **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman, Santipur Municipality**

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **07/Raipur GP/ 2024-25, 08/Raipur GP/2024-25 & 09/ Raipur GP/ 2024-25 With Vide Memo No. 425/ RGP/2024-25, 426/RGP/2024-25 & 427/RGP/2024-25 Dated:- 30-12-2024,** and NIeT No-10/Raipur **GP/2024-25 & 11/Raipur GP/2024-25, Memo No- 01/RGP/2024-25 & 02/RGP/2024-25, Dated:- 02-01-2025.** The Last date for online submission of tender is **10/01/2025 Up to 02.00 P.M.** For details, please visit website:- **htpps://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 12 Nos. scheme vide **NIT No: 221, 222 & 223/MGP/24-25, Date: 31.12.2024** under 15th FC Tied & Untied and 5th SFC Tied. Documents Downloaded/ Sale & Bid Submission Start date (Online) : **02.01.2025** and Closing date (Online) : **10.01.2025 upto 2:00 PM.** Tender opening date (Online) : **13.01.2025 at 03:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.

Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)

ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 4 nos. Construction of BP Road & 1 no. CC Road under Gangasagar GP (vide NIT NO.08 - 12). The Estimated Cost of each scheme including GST & L. Cess is **Rs.348207.00, 349313.00, 349000.00, 347958.00, & 347965.00** respectively. The last bid submission date is **06/01/2025 till 06:00 pm.** Visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Restoration of Water Body	WB/MAD/ULB/BEL /NIeT-07/2024-25 (3rd Call)	43.62 Lakh	20.01.2025 at 2:00 PM
2.	Development of Green Space	WB/MAD/ULB/BEL /NIeT-11/2024-25	41.71 Lakh	
3.	Development of Rejuvenation and Beautification of Water Bodies	WB/MAD/ULB/BEL /NIeT-12/2024-25	76.19 Lakh	
4.	Installation of 45 Watt LED Street Light	WB/MAD/ULB/BEL /NIeT-05/2024-25 (2nd Call)	56.83 Lakh	
5.	Installation of 45 Watt LED Street Light	WB/MAD/ULB/BEL /NIeT-07/2024-25 (3rd Call)	32.12 Lakh	
6.	Supply, Fitting and Fixing of LED Street Light		35.63 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

রাজ-কা-কাহানি

শুভাশিস বিশ্বাস

পারিবারিক দিক থেকে এখনও বলিউডে সবচেয়ে শক্তিশালী কাপুর পরিবার। আর এই পরিবারের মধ্যমণি ছিলেন রাজ কাপুর, ঠিক যেন রামায়ণের ইক্ষাকু বংশের শ্রীরামচন্দ্র। অবিভক্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার শহরে রাজ কাপুরের জন্ম ১৯২৪ সালে। ছয় সন্তানের মধ্যে প্রথম রাজ। অনুজ হিসেবে পেয়েছিলেন শশী ও শামি কাপুরকে। বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর জীবিকার খোঁজে বোম্বেতে চলে আসেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্যের প্রথম সারির নেতা পৃথ্বীরাজ শুধু সপরিবারে ভারতের নানা শহরে আস্তানা গেড়েছিলেন তাই নয়, পুত্রের রক্তের মধ্যেও সঞ্চারিত করেন তাঁর খোলা চোখে গরিব ও নিচু তলার মানুষকে দেখার শক্তিকে। এই সুবাদে বেশ কিছুদিন কলকাতাতেও থাকতে হয়েছিল ছোট্ট রাজকেও। ফলে খুব স্বাভাবিক ছন্দেই এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাঁর স্মৃতি। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, তাঁর প্রথম ছবির সাথেও জড়িয়ে রয়েছে এই কলকাতা। ১৯৩৫-এ তৈরি 'ইনকিলাব' ছবিতে তাঁর আবির্ভাব শিশু-শিল্পী হিসেবে, যার পরিচালনা দেবকী বসুর আর প্রযোজনা নিউ থিয়েটার্সের।

রুপোলি পর্দার জগতে শুরুয়াৎ কম বয়েসে হলেও ডানা মেলতে আরও সময় নিয়েছেন রাজ কাপুর। ইনকিলাব মুক্তির বারো বছর পর ১৯৪৭-এ 'নীল কমল' ছবিতে মধুবালাকে নায়িকা হিসেবে পাশে নিয়ে আত্মপ্রকাশ তাঁর। এরপর ১৯৪৯ সালে 'বারসাত' সিনেমায় অভিনয় তাঁকে এনে দেয় তারকা খ্যাতি। এরপর ১৯৪৯-এ তৈরি 'আন্দাজ' পৌঁছায় এক মেলোড্রামার স্তরে। এর আগে ১৯৪৮ সালে 'আগ' সিনেমার মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন রাজ। আর বর্হিভারত তাঁকে চিনল ১৯৫১-তে মুক্তি পাওয়া 'আওয়ারা'র হাত ধরে। ভারতবর্ষ থেকে তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নে অসম্ভব জনপ্রিয় হয় এই সিনেমার 'আওয়ারা হুঁ' গানটি। 'আওয়ারা' পরবর্তী ছবি 'বুটপালিশ' থেকে শুরু করে শ্রী-৪২০ এর মতো সিনেমায় রাজ কাপুর তুলে ধরেছেন একটি দেশের গ্রাম থেকে শহরের রূপান্তরের পর্যায়ে যে উত্থান-পতন, আর রাজনৈতিক সংঘর্ষের ছবি। এগুলো তাঁর সিনেমায় ফুটে উঠেছে এক রূপকথার আঙ্গিকে শহুরে লোকনাট্যে। যেমন 'বুটপলিশ'-এর পটভূমি একটি নারী ও শিশুর সাথে আদালত এবং আইনের সংঘর্ষ। তবে তাঁর এই সব ছবিতে রাজ কাপুর সমাজের কথা বললেও সেখানে প্রেম আর গান যেভাবে পরতে পরতে জড়িয়ে গেছে, যার ফলে এগুলি উন্নীত হয়েছে ব্যালাডের স্তরে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি' গানটির কথা। যা অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায় রাশিয়ায়। অন্যদিকে 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়'-এ গাঁথা হয়েছে উত্তর ভারতের এক সম্পন্ন চাষির চোখ দিয়ে ভারতীয় নব জীবনগাথা। শুধু তাই নয়, 'শ্রী-৪২০' সিনেমাটি ছিল ওই বছরের সর্বাধিক উপার্জনকারী চলচ্চিত্র। এরই পাশাপাশি সংগীত, গল্প বলা এবং রাজ কাপুরের অভিনয় সিনেমাটিকে একটি কালজয়ী ক্লাসিকে পরিণত করে। এরপর 'সঙ্গম' (১৯৬৪), রাজ কাপুরের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র, যার শুটিং হয়েছিল বিদেশে। লন্ডন, প্যারিস ও সুইজারল্যান্ডের মতো আইকনিক লোকেশনগুলোতে এর দৃশ্যায়ন করা হয়। সেই সময়ের সবচেয়ে ব্যয়বহুল চলচ্চিত্রগুলির তালিকায় 'সঙ্গম'-এর নামও রয়েছে। এটা মানতেই হবে, 'শ্রী- ৪২০' (১৯৫৫), এবং 'সঙ্গম' (১৯৬৪) মতো গুরুত্বপূর্ণ সিনেমায় অভিনয় এবং পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রতিভা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পঞ্চাশ দশকে আরব সাগর উপকূলে আদতে নবজাত জাতিরাষ্ট্রের একটি জীবনীও রচনা করে চলেছিলেন তিনি। অথচ কী অলৌকিক সমাপতন, এই ১৯৫৫-তেই কলকাতায় যখন সত্যজিৎ রায় পথের 'পাঁচালি নির্মাণ' করছেন, তখনই তদানীন্তন বোম্বাই শহরে রাজ কাপুর 'শ্রী- ৪২০' -তে এঁকেছেন সমাজের নিচের মহলের অন্য জীবন কথা। একদিকে যখন সাহিত্য-সমর্থিত বাস্তববাদ চলচ্চিত্রের জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করতে ব্যস্ত, ঠিক তারই উল্টোদিকে রাজ কাপুর মেলোড্রামার আদলে গ্রাম থেকে শহরে আসার অভিজ্ঞতা ও রাষ্ট্রীয় বিধিসমূহ পরীক্ষা করে চলেছেন সেলুলয়েডে। যে কারণে 'আওয়ারা' (১৯৫১), 'বুটপলিশ' (১৯৫৪), 'শ্রী-৪২০' (১৯৫৫), 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহেতি হ্যায়' (১৯৫৯) নিঃসন্দেহে উত্তর স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় জনজীবনে আধুনিকতার একটি দলিল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এর পাশাপাশি অবশ্যই বলতে হবে ১৯৫৯-এ মুক্তি পাওয়া 'আনাড়ি'-র কথা। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রাজ কাপুর-নূতন, মতিলাল ও ললিতা পাওয়ার অভিনীত এই ছবি শুধু হিন্দিতে নয়, পরবর্তী সময়ে ছবির গল্প স্থান পায় তামিল ও তুর্কিশ ভাষাতেও। সঙ্গে কোনও ভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না ১৯৭০-এ মুক্তি পাওয়া 'মেরা নাম জোকার'-এর কথাও। এই ছবি পরিচালনা করতে গিয়ে নিজের সম্পত্তি পর্যন্ত বন্ধক রাখেন রাজ কাপুর। এই ছবির প্রোডাকশনের কাজও চলে প্রায় ছয় বছর। এই ছবিতে নাকি ফুটে উঠেছে রাজ কাপুরের জীবনের বেশ কিছু অংশ। আর এই ছবির ঝুলিতে আসে তিনটি জাতীয় পুরস্কারও। ঋষি কাপুর ১৮তম বেস্ট চাইল্ড আর্টিস্ট হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পান 'এ ভাই যরা দেখকে চলো' গানের জন্য মান্না দে বেস্ট মেল প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে পান জাতীয় পুরস্কার ও রাধু কর্মকার পান বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফির জাতীয় পুরস্কার। পাশাপাশি, সেরা ছবি, সেরা মিউজিক ডিরেক্টর, সেরা সাউন্ড ডিজাইন, সেরা সিনেমাটোগ্রাফি, সেরা মেল প্লেব্যাক সিঙ্গার বিভাগে আনে পাঁচটি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস। এই প্রসঙ্গেই ২০১৫ সালে বিবিসি রেডিও ৪-এর সিরিজ 'ইনকারনেশন ইন্ডিয়া ইন ৫০ লাইভস'-এ ইতিহাসবিদ সুনীল খিলনানি বলেন, 'রাজ কাপুর ভারতীয় সমাজবাদের মধ্যে রোমান্স, যৌনতা, গান এবং প্রাণ এনেছিলেন।' এদিকে এতো কিছুর মাঝে ১৯৪৮ সালে রাজ কাপুর প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহাসিক আরকে ফিল্ম স্টুডিও। বহু ব্লকবাস্টার সিনেমা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতির সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে পরতে পরতে।

রাজ কাপুরের কোনও প্রভাব বাংলা সিনেমাতে ছিল কি না তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অমিত মৈত্র এবং শম্ভু মিত্র পরিচালিত এবং খোয়াজা আহমেদ আব্বাস এর রচিত, 'জাগতে রহো' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন রাজ কাপুর। সিনেমাটিতে রাজ কাপুর অভিনয় করেন এক দরিদ্র গ্রাম থেকে সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য শহরে চলে আসা সহজ সরল এক মানুষের চরিত্রে। ছবিটির শেষ দৃশ্যে নার্গিসকে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। এই সিনেমা বাংলাতেও মুক্তি পায় 'একদিন রাতে' নামে। অগ্রজর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিনেতা-পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে সবসময় বাংলায়

কথা বলতেন রাজ সাহেব। উনি কলকাতায় বড় হন। শাম্মি কাপুর, শশী কাপুরও একটা সময়ে কলকাতায় থাকতেন। পৃথ্বীরাজ চৌহান একটা সময়ে কলকাতার একটি স্টুডিওতে চাকরিও করেছেন। তাই বাংলার একটা প্রভাব ওঁর উপর ছিল।' সঙ্গে এও জানান, 'কলকাতায় বিখ্যাত ডিরেক্টর সুশীল মজুমদারের থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করেছেন রাজ সাহেব। ফলে, বাংলার প্রভাব ওঁর উপর ছিলই। তবে, বাংলা সিনেমার উপর ওঁর প্রভাব সেভাবে পড়েনি। উনি যে ধরনের সিনেমা বানাতেন তা ভীষণ মিউজিক্যাল ছিল। অফবিট ছবি বানাতেন রাজ সাহেব। ভালো ভালো জায়গায় শুটিং করতেন। বিদেশের ব্যাপারেও বিরাট আউটলুক ছিল, যেটা বাংলার সঙ্গে ঠিক ম্যাচ হত না। একইসঙ্গে গ্ল্যামারাস ফিল্ম বানাতেন রাজ সাহেব। যার জন্য ওনাকে 'গ্রেটার শো ম্যান' বলা হয়। সেটাও বাংলার সঙ্গে খাপ খেত না। তবে বাঙালিকে উনি শ্রদ্ধা করতেন। যার জন্য উনি বাংলা ছবিও করেছেন। আর হিন্দি সিনেমার জগতে ওঁনাকে সবাই ম্যাটিনি আইডল হিসেবে দেখত। রাশিয়াতে জনপ্রিয় ছিলেন খুব।' এই প্রসঙ্গে অভিনেতা অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য জানান, 'আমার মনে হয় না বাংলা সিনেমার রাজ কাপুরের প্রভাব আছে সেভাবে। বাংলা সিনেমা অনেক বেশি সাহিত্য নির্ভর। তবে, হ্যাঁ ভার তীয় সিনেমায় তিনি আধুনিকতা এনেছিলেন। আরবান মিডল ক্লাসের দুঃখ কষ্ট ধরার চেষ্টা করেছিলেন রাজ কাপুর। তবে সেটাও পজিটিভ দিক থেকে।'

রাজ কাপুরকে যে আমরা বড় 'শো-ম্যান' বলি কারণ তিনি ছবির সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনেও আনেন নতুন এক মাত্রা। 'আওয়ারা' থেকে 'ববি' এমনকি 'রাম তেরি গঙ্গা মইলি' পর্যন্ত রাজ কাপুর এমন একটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের রূপক যে ভাবে সার্থকভাবে উপহার দিয়েছেন, তাতে আমরা কখনওই বুঝতে পারিনি যে এক নয়া বাণিজ্যের পত্তন তিনি করছেন। যেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগ্ম উপস্থিতি থাকলেও লক্ষ্মীর দিকেই পাল্লা ভারী হয়ে চলেছে। 'ববি', 'রাম তেরি গঙ্গা মইলি' বা 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-এর মতো ছবিতে সব সময়েই নারী শরীরকে ব্যবহার করছেন তিনি। খানিকটা রজার ভাদিম যেভাবে ব্রিজিত বার্দোকে ফরাসি নব তরঙ্গের সময় ব্যবহার করেছেন, ঠিক যেন সেভাবেই ডিম্পল কপাডিয়া বা জিনাত আমনকে প্রদর্শনযোগ্য নারীত্বের মডেল হিসেবে ব্য়বহার করছিলেন রাজ। আসলে রাজ ভারতীয় গণনাট্যের আদর্শ নিয়ে শুরু করলেও, নববাস্তববাদের অনেক প্রভাব তার মধ্যে পড়েও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে দাঁড়ান স্বপ্নের জাদুকর।

তবে রাজ কাপুর মানুষ হিসেবে আপাতভাবে ছিলেন এক 'কমন ম্যান'। প্রথম বিদেশ সফরে রাশিয়ায় যাওয়ার সময় একবার জেনেভায় স্টপ-ওভার পান। সেই সুযোগে তিনি চার্লি চ্যাপলিনের কাছে চলে যান। যে চার্লিকে তিনি সারা জীবন ভজনা করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর এই সুযোগ তিনি ছাড়তে পারেননি। 'শ্রী-৪২০' যখন আপামর দুনিয়ায় বক্স-অফিস হিট, তখন একটি ভারতীয় ফিল্মের ডেলিগেশানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রাজ কাপুর। তখন ইরানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। সেখানে রাজ কাপুর কী সারল্যে বলেন, 'আমি কখনওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে হাজির থাকিনি তো! আমাকে যখন কালো পোশাক পরতে হল তখন অধ্যাপকদের মতন কত বড় হয়ে গেছি!' রুপোলি পর্দায় রাজ কাপুর আর নার্গিসের জুটি তুলেছিল এক আলোড়ন। অস্বীকার করার কোনও উপায়-ই নেই, হিন্দি সিনেমার অন্যতম সেরা রোমান্টিক জুটি। এই জুটি যে শুধু রুপোলি পর্দার গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল তা নয়। এর প্রভাব পড়ে রাজ কাপুরের ব্যক্তিগত জীবনেও। রাজ-নার্গিসের জুটির সূচনা ১৯৪৮-এ রাজ কাপুর পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'আগ' থেকে। তাঁদের রসায়ন মন কেড়েছিল দর্শকদের। তাঁদের পর্দায় দেখে মনে হতো, জন্মই হয়েছে পরস্পরের জন্য। তবে এই প্রেম থেকে যায় যেন ছায়া হয়েই। বাস্তবে অনেকটা পথ একসঙ্গে হাঁটলেও, একটা সময় দুজনের জীবনে আসে বাঁক। রাজ কাপুরের জীবনে এটাও সত্য যে, বার বার সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন নার্গিসকে। এদিকে রাজ কাপুরের হাইট নার্গিসের চেয়ে খুব বেশি ছিল না বলে নার্গিস কখনও হিল পরতেন না। আর পর পর কয়েক দিন শুটিংয়ে নার্গিসের এই হিল জুতো পড়া দেখে রাজ বুঝতে পারেন নতুন কোনও পুরুষ এসেছে নার্গিসের জীবনে। হ্যাঁ,নার্গিসে জীবনে হঠাৎ-ই আসেন সুনীল দত্ত। আসলে নার্গিসও বারবার সম্পর্কের মর্যাদা চেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তিনি চাইতেন সম্পর্কের একটা পরিচয় হোক। এসবের মাঝে হঠাৎ-ই 'মাদার ইন্ডিয়া'র সেটে লাগে আগুন। যেখান থেকে নার্গিসকে নিজের জীবন বাজি রেখে বাঁচান সুনীল দত্ত। এরপরই সুনীল দত্তের প্রবেশ নার্গিসের জীবনে। নার্গিসও যা চাইছিলেন সেই পরিচয় তাঁকে দেন সুনীল দত্ত। যে 'আগ' থেকে শুরু রুপোলি পর্দার সেরা রোম্যান্টিক জুটির পথচলা, বাস্তবে সেটে লেগে যাওয়া সেই আগ-ই বড় ধাক্কা দেয় বলিউডের শো-ম্যানকে। এরপর থেকে মদে ডুবে যান তিনি।

নিজের বইতে রাজ কাপুর এবং নার্গিসের সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুলতে দেখা গেছে রাজপুত্র ঋষিকে। তিনি তাঁর বাবা সম্পর্কে এও লিখেছেন, এক মহিলায় সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না রাজ। অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গেও বাবা রাজ কাপুরের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়েছেন ঋষি। তবে বৈজয়ন্তীমালা অবশ্য এ সম্পর্ককে কখওনই স্বীকার করেননি। বৈজয়ন্তীমালার এই মনোভাব না-পসন্দ ঋষির। তবে ঋষি এও জানিয়েছেন, অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে রাজ কাপুরের যখন সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তখন তাঁর মা কৃষ্ণা ছোট্ট ঋষি কাপুরকে নিয়ে বাড়ি ছাড়েন। মেরিন ড্রাইভের নটরাজ হোটেলে ওঠেন তাঁরা। এরপর বাড়ি ফেরেন রাজের সঙ্গে বৈজয়ন্তীমালার সম্পর্ক ভাঙার পরই। পাশাাপশি ঋষিএও জানান, মদেও তীব্র আসক্তি ছিল রাজ কাপুরের। দেশ-বিদেশের অত্যন্ত দামী সব মদ পছন্দ ছিল তাঁর। তাঁর মৃত্যুর পর আলমারিতে মেলে না খোলা অসংখ্য সুরার বোতল। এতকিছুর পরেও নিজের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছেন ঋষি। জানিয়েছেন প্রথম জীবনে বাবকে ভয় পেলেও পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে। বাবার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন নিজের গুরুকে। তাঁর সঙ্গে তিনটি ছবিতে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করেন ঋষি।

রাজ কাপুরের সিনেমায় বেশির ভাগ সময়েই সাদা শাড়িতে দেখা গেছে নায়িকাদের। কখনও নার্গিস তো কখনও 'সঙ্গম'-এ বৈজয়ন্তীমালা আবার কখনও বা 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-এ জিনাত আমন। এর পিছনেও রয়েছে নাকি এক ঘটনা। রাজ কাপুরের স্ত্রী কৃষ্ণা রাজ কাপুর সবসময়েই থাকতেন সাদা পোশাকে। আর সেই কারণেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেকে তাঁকে 'লেডি ইন হোয়াইট' বলেও ডাকতেন। কৃষ্ণার সঙ্গে রাজ কাপুরের প্রেম কাহিনি কাপুর পরিবারে প্রবাদস যার সূত্রপাত অভিনেতা প্রেমনাথের বাড়িতে। সেখানে বছর ১৬-র কৃষ্ণাকে একমনে তানপুরা বাজাতে দেখেন বছর ২২-র রাজ। কৃষ্ণার পরনে তখন সাদা শাড়ি। 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' বলতে যা বোঝায় হলও ঠিক তাই। এক দেখাতেই কৃষ্ণার প্রেমে পড়ে যান রাজ। সেই সাদা শাড়িতে দেখা প্রথম দর্শনের মুগ্ধতার জন্যই বারবার রাজের নায়িকাদেরও দেখা গিয়েছে সাদা শাড়িতে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, কৃষ্ণাজির জন্ম রেওয়া-তে। তাঁর বাবা রায়সাহেব কর্তরনাথ মলহোত্র ছিলেন রাজ কাপুরের বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুরের মায়ের দিকের তুতো ভাই। ওঁদের বিয়েটা লাভ ম্যারেজ, আবার অ্যারেঞ্জডও। কৃষ্ণাজির পাঁচ সন্তান। রণধীর, ঋষি, রাজীব, রিমা আর রিতু।

এই রাজ কাপুরের ডাকে সাড়াই দেননি বাংলা সিনেমার হার্টথ্রব সুচিত্রা সেন। সুচিত্রা সেন ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত দাপিয়ে কাজ করেছেন সিনেমায়। ডাক পড়েছিল বলিউড থেকেও। অভিনয় করেছিলেন 'আঁধি'-তে। তবে রাজ কাপুরের ছবিতে ডাক পেয়েও অভিনয় না করার কারণ মিলেছে অমিতাভ চৌধুরী নিজের লেখা 'আমার বন্ধু সুচিত্রা সেন'-এ। সেখানে অমিতাভ চৌধুরি জানিয়েছেন সুচিত্রার রাজ কাপুরকে ফেরানোর সেই ঘটনার কথা। এক দাপুটে চরিত্রের অফার নিয়ে সুচিত্রা সেনের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ। জানিয়েছিলেন, সুচিত্রা সেন সেই ছবিতে কেন্দ্রিয় চরিত্রে অভিনয় করছেন। সবটা শুনবে বলে চেয়ারে যখন বসতে যাচ্ছিলেন সুচিত্রা, ঠিক সেই সময় সুচিত্রার পায়ের কাছে বসে পড়েন রাজ, হাতে ফুলের বোকে। বিষয়টা মোটেও ভাল চোখে দেখেননি সুচিত্রা। পত্রপাঠ জানিয়ে দেন তিনি এই ছবি করবেন না। যে রাজ কাপুরের সঙ্গে কাজ করার জন্য বলিউডের বাঘা বাঘা অভিনেত্রীরা মুখিয়ে থাকতেন, তাঁকে পলকে ফেরাতে দু'বার ভাবেননি সুচিত্রা সেন। এরপর থেকে কোনও দিন-ই তিনি রাজ কাপুরের সঙ্গে কাজ করেননি। কারণ হিসেবে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, রাজ কাপুরের ব্যবহার তাঁর খুব একটা ভাল লাগেনি। সুচিত্রা সেন বলেই এটা বোধহয় সম্ভব ছিল।

তবে রাজ বিশ্বাস করতেন যে ভালোবাসা সম্পর্কের বিশুদ্ধতার উপরে নির্ভর করে, শারীরিক সৌন্দর্যের উপরে নয়। এই উপলব্ধি থেকেই এক গল্প নিয়ে বানাতে চেয়েছিলেন সিনেমাও। যার ফসল 'সত্য, শিবম সুন্দরম'। আর এই সিনেমাকে কেন্দ্র করেই রাজ কাপুরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের। শোনা যায়, এই সত্যম, শিবম, সুন্দরমে অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলেন লতা। তবে পরে এক বিশেষ কারণে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন লতা। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক বীর সাংভির আত্মজীবনীতে রাজ কাপুর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন অনেকেরই অজানা এই কাহিনি। সাংভি এই প্রসঙ্গে লেখেন, রাজ বলেছিলেন, 'একটা পাথর হাতে নিন। তাতে কিছু ধর্মীয় চিহ্ন রাখুন এবং তাতেই তা ঈশ্বরে পরিণত হবে। আপনি কী ভাবে কোন বিষয় দেখেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, আপনি একটা সুন্দর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কিন্তু পরে আবিষ্কার করলেন যে এটি একটি কুৎসিত মেয়ের কণ্ঠ'। আর এই ' কুৎসিত' ব্যাপারটার প্রসঙ্গ আসতেই রেগে যান লতা। এরপরই এই সিনেমায় আর গান গাইবেন না বলে মনস্থির করেছিলেন বলিউডের সুরসম্রাজ্ঞী। বীর সাংভি তাঁর সেই আত্মজীবনীতে এও জানান, এর আগেও এই ছবির স্বার্থে রাজ জানিয়েছিলেন লতার রূপ এবং গলার স্বরের মধ্যে যে এই বৈপরীত্য, সেই বিষয়টাই ভীষণভাবে টেনেছিল তাঁকে। তবে এই ঘটনায় রাজের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে লতার সঙ্গে। অথচ, লতা একসময় রাজের কাছে ছিলেন ছোট বোনের মতোই। পরে অবশ্য তাঁর সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মিটমাট করে নেন রাজ!

তবে তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনায় কেউ- কেউ ভুরু কোঁচকালেও কয়েক দশকের ফিল্মি ক্যারিয়ারে অসংখ্য ক্লাসিক ছবি থেকে সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন রাজ কাপুর। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে রাজ কাপুর একটা প্রতিষ্ঠানে নাম, আবেগের নাম, সিনেপ্রেমীদের কাছে ভালোবাসার নাম। পূর্বসূরির সেই লিগ্যাসি আজও স্বমহিমায় বহন করে চলেছে কাপুরদের বর্তমান প্রজন্ম। রাজ কাপুরের কাজ এখনও ভারতীয় সিনেমাকে ঋদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। সেই কারণেই ১৯৮৮ সালে তার মৃত্যুর প্রায় চার দশক পরও আজও তিনি ভারতের সবচেয়ে প্রিয় তারকাদের একজন।

গুঞ্জন

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের মাশুল গুনতে হয়েছিল অক্ষয় কুমারকে

■ ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বারসাত' ছবির কথা মনে আছে? যে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ববি দেওল, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং বিপাশা বসু। ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি বক্স অফিসে বেশ হিটও করেছিল। কিন্তু জানেন কি এই ছবিতে ববি নয় প্রথমে অভিনয় করার কথা ছিল অভিনেতা অক্ষয় কুমারের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি এই ছবি থেকে সরে আসেন। ছবি মুক্তির প্রায় ১৯ বছর পরে ছবির নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথা ফাঁস করলেন ছবির পরিচালক সুনীল দর্শন। তিনি জানিয়েছেন প্রথমে ববির অভিনয় করারই কথা ছিল না। প্রথমে অক্ষয়ই অভিনয় করছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সবটা ফাঁস করলেন পরিচালক। যেখানে তিনি বলে ফেলেন, 'অদ্ভুত সমস্যা হয়েছিল'।

সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেন, 'অক্ষয় এবং প্রিয়াঙ্কার অভিনয় করার কথা ছিল। পাঁচ দিন শুটিং করার পর অক্ষয় আমায় ফোন করেন একটা মিটিংয়ের জন্য। সেখানেই সমস্যার কথা জানতে পারি।' পরিচালক জানান, সেই ববির ম্যানেজারও অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি অভিনেতাকে নিয়ে একটা ছবি তৈরি করেন। তখন তিনি ববিকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। দর্শন বলেন, 'অক্ষয় কোনও গন্ডগোল করে ফেলেছিল তাই ছবি থেকে বেরিয়ে যায়।'

সেই সঙ্গে পরিচালক যোগ করেন, তসেই সময় অক্ষয়ের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ককে ঘিরে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছিল। তার পরেই নাকি টুইঙ্কল খন্না বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অভিনেতা হিসাবে সাবধানী হওয়া উচিত ছিল। যখন অক্ষয় জানতো ওর স্ত্রী অভিনেত্রী ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের সবটাই তাঁর জানা। তবে অক্ষয় প্রিয়াঙ্কাকে কোনও ভাবেই দোষ দেননি। সবটাই নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন। আমায় কথাও দিয়েছিল অক্ষয় যে আমার পরের ছবিতে অভিনয় করবেন।দ পরিচালক জানান, তার পর তিনি ববির ম্যানেজারকে ফোন করেছিলেন। অভিনেতাকে তিনটি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন।

মিঠুনের থেকেও ধনী তাঁর সহকারীরা!

■ মিঠুন চক্রবর্তী, কেরিয়ারের শুরু থেকে তাঁর লড়াইটা ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিনেতা হতেই তিনি এসেছিলেন। রাজত্বও করেছেন দীর্ঘ দিন বলিউডের অন্দরমহলে। কিন্তু একটা সময় বিষয়টা মোটেও এতটা সহজ ছিল না। সেই কারণেই মিঠুন চক্রবর্তী মাত্র ৭৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় পেইংগেস্ট থাকতেন। মিঠুন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন তাঁর সেই লড়াইয়ের কথা। সেই কারণেই মিঠুন চক্রবর্তী মাত্র ৭৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় পেইংগেস্ট থাকতেন। মিঠুন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন তাঁর সেই লড়াইয়ের কথা। কিন্তু তাঁর সহকারীরা বেশি মাইনে পেয়ে থাকেন। ৭, ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৮০০০ টাকা তাঁদের তখন মাইনে।

কিন্তু তিনি নিজে এই পরিমাণ অর্থ উপার্যন করতেন না তখন। নিজেরটা কোনও মতে চালাতেন। তাই মজা করেই এই মন্তব্য করেছিলেন মিঠুন। মিঠুন যখন অভিনেতা, তখন তাঁকে যাঁরা মেকআপ করাতেন, তাঁর চুল যাঁরা ঠিক করে দিতেন তাঁরা প্রত্যেকেই বেশি আয় করতেন। তবে মিঠুন চক্রবর্তীকে কেরিয়ারের শুরু দিকে আর্থিকভাবে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল তাঁকে। যা স্থায়ী হতে অনেকটা সময় নেয়। উল্লেখ্য, সদ্য মুক্তি পেয়েছে মিঠুন অভিনীত নতুন ছবি। যেখানে তাঁর অভিনয় সকলের বেশ নজর কাড়ে।

বর্ষবরণে রাতে সাংসদ রচনা ধরা দিলেন অন্য মুডে

■ টেবিল ভর্তি খাবার আর পানীয় ভর্তি। আলো-আঁধারি চারিদিক। চলছে জোরে জোরে গান। ৩১ ডিসেম্বরের রাতে ঠিক এমনই পরিবেশ দেখা গেল অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ড্রইং রুমে। বর্ষবরণের রাতে প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের কাছের মানুষের সঙ্গে উদযাপনে মেতেছিলেন। সেই উদযাপনে শামিল রচনাও। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। যেখানে দেখা যাচ্ছে বান্ধবীদের সঙ্গে পার্টি করতে ব্যস্ত তৃণমূল সাংসদ। ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, তবন্ধুদের সঙ্গে মজা।দ পরনে ছিল সিক্যুইন টপ আর কালো রঙের প্যান্ট। ঘরোয়া পার্টিতে চুটিয়ে নাচ করতে দেখা যায় 'দিদি নম্বর ১'-কে। গানের তালে তালে কোমর দোলাতে দেখা যায় রচনাকে। অনুরাগীদের একটি ফ্লাইং কিসও দেন। নিজের বান্ধবীদের সঙ্গে যে তিনি চুটিয়ে মজা করেছেন তা এই ভিডিয়োই প্রমাণিত। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালটা রচনার জন্য মনে রাখার মতো একটা বছর। এই বছরেই রাজনীতির ময়দানে পা রাখেন অভিনেত্রী। তাঁর সঞ্চালিত রিয়্যালিটি শো-এ এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরেই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রচনা। হুগলি থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়েন তিনি। শুধু তাই নয় বিজেপির প্রতিনিধি লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে বিজয়ীও হন। তবে সাংসদ হওয়ার আগে বা পরে তাঁর করা মন্তব্যের কারণেই নানা সময়ে তাঁকে পড়তে হয়েছিল বিস্তর কটাক্ষের মুখে। হন চরম ট্রোল্ড। একই সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যবসা এবং দিদি নম্বর ওয়ান শোয়ের সঞ্চালনা সবই দক্ষ হাতে সামলে যাচ্ছেন।